কম্পিটেন্সি বেজড লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস (সিবিএলএম)

মেকআপ আর্ট

লেভেল - ০২

মডিউল শিরোনামঃ মেকআপের জন্য রঙের সূত্র প্রয়োগ

(Module: : Apply Chromaticity for Makeup)

মডিউল কোড: CBLM-OU-IS-MA-L2-04-V1

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কপিরাইট

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ,
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় ।
১১-১২ তলা, বিনিয়োগ ভবন
ই-৬/বি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ইমেইল: ec@nsda.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.nsda.gov.bd
ন্যাশনাল স্কিলস পোর্টাল: http:\\skillsportal.gov.bd

এই কম্পিটেন্সি বেজড লার্নিং ম্যাটেরিয়ালটির (সিবিএলএম) স্বত্ব জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) এর নিকট সংরক্ষিত। এনএসডিএ-এর যথাযথ অনুমোদন ব্যতীত অন্য কেউ বা অন্য কোন পক্ষ এ সিবিএলএমটির কোন রকম পরিবর্তন বা পরিমার্জন করতে পারবে না।

এই "**মেকআপের জন্য রঙের সূত্র প্রয়োগ**" সিবিএলএমটি এনএসডিএ কর্তৃক অনুমোদিত মেকআপ আর্ট লেভেল-২ অকুপেশনের কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড ও কারিকুলামের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে মেকআপ আর্ট লেভেল-২ স্ট্যান্ডার্ডটি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

ইনস্ট্রাকশনাল এক্টিভিটি তৈরি করার ক্ষেত্রে সিবিএলএম ডেভেলপার/শিক্ষক/প্রশিক্ষক/এসেসর এ সিবিএলএমটিকে মূল রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার করবে। এটি প্রশিক্ষার্থী, প্রশিক্ষকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ডকুমেন্ট।

এ ডকুমেন্টটি সমাহার কনসাল্টিং দ্বারা এনএসডিএ কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়েছে।

এনএসডিএ স্বীকৃত দেশের সকল সরকারি-বেসরকারি-এনজিও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে মেকআপ আর্ট লেভেল-২ কোর্সের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের জন্য এ সিবিএলএমটি ব্যবহার করতে পারবে।

---------- তারিখে অনুষ্ঠিত ----------কর্তৃপক্ষ সভায় অনুমোদিত।

সক্ষমতাভিত্তিক শিখন উপকরণ ব্যবহার নির্দেশিকা

এই মডিউলে প্রশিক্ষণ উপকরণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই কার্যক্রমগুলো প্রশিক্ষণার্থীকে সম্পন্ন করতে হবে। এই মডিউলে মেকআপের জন্য রঙের সূত্র ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ (কেএসএ) অর্জনের উপর জোর দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণার্থীরা রঙের সূত্র ব্যাখ্যা করতে, রঙের সূত্রের নীতিগুলি ব্যাখ্যা করতে এবং মেকআপে রঙের সূত্রগুলি প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন।

এই মডিউলে বর্ণিত শিখনফল অর্জনের জন্য আপনাকে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। এইসব কার্যক্রম একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীকক্ষে বা অন্যত্র সম্পন্ন করা যেতে পারে। বর্ণিত শিখনফল তথা জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের জন্য এসব কার্যক্রমের পাশাপাশি সংশিষ্ট অনুশীলন ও সম্পন্ন করতে হবে।

শিখন কার্যক্রমের ধারা জানার জন্য "শিখন কার্যক্রম" অংশটি অনুসরণ করুন। ধারাবাহিকভাবে জানার জন্য সূচিপত্র, তথ্যপত্র, কার্যক্রম পত্র, শিখন কার্যক্রম, শিখনফল এবং উত্তরপত্রে পৃষ্ঠা নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে। নির্দিষ্ট পাঠের সাথে সঠিক সহায়ক উপাদান সম্পর্কে জানার জন্যে শিখন কার্যক্রম অংশটি দেখতে হবে। এই শিখন কার্যক্রম অংশ আপনার সক্ষমতা অর্জন অনুশীলনের রোডম্যাপ হিসাবে কাজ করে।

তথ্যপত্রটি পড়ুন। এতে কার্যক্রম সম্পর্কে সঠিক ধারণা এবং সুনির্দিষ্টভাবে কাজ করার ধারণা পাওয়া যাবে। 'তথ্যপত্রটি' পড়া শেষ করে 'সেলফ চেক শীট' এ উল্লেখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন। শিখন গাইডের তথ্যপত্রটি অনুসরণ করে 'সেলফ চেক শিট' সমাপ্ত করুন। 'সেলফ চেক' শীটে দেয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর সঠিক হয়েছে কি না তা জানার জন্য 'উত্তর পত্র' দেখুন।

জব শীটে নির্দেশিত ধাপ অনুসরণ করে যাবতীয় কার্য সম্পাদন করুন। এখানেই আপনি নতুন সক্ষমতা অর্জনের পথে আপনার নতুন জ্ঞান কাজে লাগাতে পারবেন।

এই মডিউল অনুযায়ী কাজ করার সময় নিরাপত্তা বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। কোনো প্রশ্ন থাকলে ফ্যাসিলিটেটরকে প্রশ্ন করতে সংকোচ করবেন না।

এই শিখন গাইডে নির্দেশিত সকল কাজ শেষ করার পর অর্জিত সক্ষমতা মূল্যায়ন করে নিশ্চিত হবেন যে, আপনি পরবর্তী মূল্যায়নের জন্য কতটুকু উপযুক্ত। প্রয়োজনীয় সব সক্ষমতা অর্জন হয়েছে কিনা তা জানার জন্য মডিউলের শেষে সক্ষমতা মান এর একটি চেকলিস্ট দেওয়া হয়েছে। এই তথ্যটি কেবলমাত্র আপনার নিজের জন্য।

সূচিপত্র

কপিরাইট ii

সক্ষমতাভিত্তিক শিখন উপকরণ ব্যবহার নির্দেশিকা vi

মডিউল কন্টেন্ট ১

শিখনফল (Learning Outcome)- ১: রঙের সুত্র ব্যাখ্যা করতে পারবে ২

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) -১: রঙের সুত্র ব্যাখ্যা করা ৩

ইনফরমেশন শিট (Information Sheet) - ১: রঙের সুত্র ব্যাখ্যা করা ৪

সেলফ চেক (Self Check)- ১: রঙের সুত্র ব্যাখ্যা করা ১৬

উত্তরপত্র (Answer Key)- ১: রঙের সুত্র ব্যাখ্যা করা ১৭

টাস্ক শিট (Task Sheet)- ১.১ : রঙ এবং বর্ণের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন ১৮

টাস্ক শিট (Task Sheet)- ১.২ : মেকআপ এর কাজের জন্য প্যালেটে রঙ মিশানো ১৯

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet)- ১.২ : মেকআপ এর কাজের জন্য প্যালেটে রঙ মিশানো ২০

শিখনফল (Learning Outcome)- ২ : রঙের সূত্রের নীতিগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে ২১

শিক্ষণ/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) -২ : রঙের সূত্রের নীতিগুল ব্যাখ্যা করা ২২

ইনফরমেশন শিট (Information Sheet) - ২ : রঙের সূত্রের নীতিগুল ব্যাখ্যা করা ২৩

সেলফ চেক (Self Check)- ২: রঙের সূত্রের নীতিগুল ব্যাখ্যা করা ৩৪

উত্তরপত্র (Answer Key)-২: রঙের সূত্রের নীতিগুল ব্যাখ্যা করা ৩৫

টাস্ক শিট (Task Sheet)- ২.১ : রঙের প্রধান উপাদানগুলি বর্ণনা করুন ৩৬

টাস্ক শিট (Task Sheet)- ২.২ : রঙের উপর আলোর প্রভাব ব্যাখ্যা করুন ৩৭

শিখনফল (Learning Outcome)- ৩ : মেকআপে রঙের সূত্রগুলো প্রয়োগ করতে পারবে ৩৮

শিক্ষণ/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) -৩ : মেকআপে রঙের সূত্রগুলো প্রয়োগ করা ৪০

ইনফরমেশন শিট (Information Sheet) - ৩ : মেকআপে রঙের সূত্রগুলো প্রয়োগ করা ৪১

সেলফ চেক (Self Check)- ৩: মেকআপে রঙের সূত্রগুলো প্রয়োগ করা ৪৮

উত্তরপত্র (Answer Key)-৩: মেকআপে রঙের সূত্রগুলো প্রয়োগ করা ৪৯

টাস্ক শিট (Task Sheet)- ৩.১ : গালের শেডিং জন্য রং প্রস্তুত করা ৫০

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet)- ৩.১ : গালের শেডিং জন্য রং প্রস্তুত করা ৫১

টাস্ক শিট (Task Sheet)- ৩.২ : গালে গ্রাডিয়েন্ট রঙের শেডিং দেয়া ৫২

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet)- ৩.২ : গালে গ্রাডিয়েন্ট রঙের শেডিং দেয়া ৫৩

রেফারেন্স (Reference) ৫৪

দক্ষতা পর্যালোচনা (Review of Competency) ৫৫

সিবিএলএম প্রনয়ন ৫৬

মডিউল কন্টেন্ট

ইউ ও সি শিরোনাম	**মেকআপের জন্য রঙের সূত্র প্রয়োগ (Apply Chromaticity for Make-up)**
ইউ ও সি কোড	**OU-IS-MA-04-L2-BN-V1**
মডিউল শিরোনাম	**মেকআপের জন্য রঙের সূত্র প্রয়োগ**
মডিউলের বর্ণনা	এই মডিউলে মেকআপের জন্য রঙের সূত্র প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ (কেএসএ) সম্পর্কিত এক্টিভিটিগুলো এই মডিউল-এ অন্তর্ভূক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এতে রঙের সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারা, রঙের সুত্রেরনীতিগুলি ব্যাখ্যা করতে পারা এবং মেকআপে রঙের সূত্র প্রয়োগ করতে পারার দক্ষতাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
নমিনাল সময়	৬০ ঘন্টা
শিখনফল	এই মডিউলটি সম্পন্ন করার পর প্রশিক্ষার্থীরা নিম্ন বর্ণিত কাজ গুলো করতে পারবেন ১. রঙের সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারবেন ২. রঙের সূত্রের নীতিগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন ৩. মেকআপে রঙের সূত্রগুলি প্রয়োগ করতে পারবেন

অ্যাসেসমেন্ট ক্রাইটেরিয়া (Assessment Criteria)

১. রঙ বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
২. রঙ সূত্রের উৎপত্তি বর্ণনা করা হয়েছে।
৩. রঙ এবং আলোর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
৪. রঙ এবং বর্ণের ৩টি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
৫. রঙ মেশানোর পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
৬. রঙ প্রকাশের অনুভূতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
৭. রঙের গঠন এবং শ্রেণীবিভাগ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
৮. রঙের প্রধান উপাদানগুলি বর্ণনা করা হয়েছে।
৯. উষ্ণ এবং শীতল রঙের সিরিজ এবং তাদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
১০. রঙের সাথে বর্ণের মিল বর্ণনা করা হয়েছে।
১১. রঙের ম্যাচিংকে প্রভাবিত করে এমন উপাদানগুলো বর্ণনা করা হয়েছে।
১২. রঙের উপর আলোর প্রভাব ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
১৩. রঙের বৈসাদৃশ্য এবং সামঞ্জস্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
১৪. খতু অনুযায়ী রঙের ভাবূর্তি বর্ণনা করা হয়েছে।
১৫. রঙের সাথে সম্পর্কিত বিমূর্ত ভাবমূর্তিগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
১৬. মেকআপের জন্য প্রস্থুতি গ্রহণ করা হয়েছে।
১৭. গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য উপযুক্ত সাজের জন্য রং নির্বাচন এবং প্রস্তুত করা হয়েছে।
১৮. গ্রাহকের রঙের পছন্দ, প্রয়োগ, সুসংগত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণতা নিশ্চিত করার জন্য মেকআপের ফলাফল পরীক্ষা করে ফাইন টিউনিং করা হয়েছে।
১৯. গ্রাহকদের ত্বকের বর্ণ ও মেকআপের উদ্দেশ্য অনুসারে রং নির্বাচন করে হয়েছে।
২০. মেকআপ সেবা প্রদান করার জন্য কালার শেডিং কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে।
২১. ম্যাচিং ইফেক্ট এবং প্রয়োগের কৌশল বিবেচনা করে মেকআপে বিভিন্ন রং সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।
২২. সামগ্রিক মেকআপের প্রভাব সামগ্রস্যপূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা করা হয়েছে।

শিখনফল (Learning Outcome)- ১: রঙের সুত্র ব্যাখ্যা করতে পারবে

অ্যাসেসমেন্ট মানদন্ড	১. রঙ বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করা হয়েছে ২. রঙ সূত্রের উৎপত্তি বর্ণনা করা হয়েছে ৩. রঙ এবং আলোর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়েছে ৪. রঙ এবং বর্ণের ৩টি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে ৫. রঙ মেশানোর পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে ৬. রঙ প্রকাশের অনুভূতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে
শর্ত ও রিসোর্স	১. কর্মক্ষেত্র অথবা প্রশিক্ষণ পরিবেশ ২. সিবিএলএম ৩. হ্যান্ডআউটস ৪. ল্যাপটপ ৫. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ৬. কাগজ, কলম, পেন্সিল ও ইরেজার ৭. ইন্টারনেট সুবিধা ৮. হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার ৯. অডিও ভিডিও ভিভাইস ১০. প্রয়োজনীয় টুলস ১১. প্রয়োজনীয় পিপিই
বিষয়বস্তু	১. রঙ বিজ্ঞান ২. রঙ সুত্রের উৎপত্তি ৩. রঙ এবং আলোর সম্পর্ক ৪. রঙ এবং বর্ণের ৩টি বৈশিষ্ট্য ৫. রং মেশানোর পদ্ধতি ৬. রঙ প্রকাশের অনুভূতি
এক্টিভিটি / টাস্ক / জব	১. রঙ এবং বর্ণের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন ২. রং মেশানোর পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	১. আলোচনা (Discussion) ২. উপস্থাপন (Presentation) ৩. প্রদর্শন (Demonstration) ৪. নির্দেশিত অনুশীলন (Guided Practice) ৫. স্বতন্ত্র অনুশীলন (Individual Practice) ৬. প্রজেক্ট ওয়ার্ক (Project Work) ৭. সমস্যা সমাধান (Problem Solving) ৮. মাথাখাটানো (Brainstorming)
অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি	১. লিখিত অভীক্ষা (Written Test) ২. প্রদর্শন (Demonstration) ৩. মৌখিক প্রশ্ন (Oral Questioning) ৪. পোর্টফলিও (Portfolio)

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) -১: রঙের সুত্র ব্যাখ্যা করা

এই শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে শিখনফলে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু এবং পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করুন। কার্যক্রমগুলোর জন্য বর্ণিত রিসোর্সসমূহ ব্যবহার করুন।

শিখন কার্যক্রম **(Learning Activities)**	**উপকরণ / বিশেষ নির্দেশনা** **(Resources / Special instructions)**
১. প্রশিক্ষণার্থীগণ কোন শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করবে সে সম্পর্কে প্রশিক্ষকের নিকট জানতে চাইবে।	১. প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের "রঙের সুত্র ব্যাখ্যা করা" শেখার জন্য উপকরণ প্রদান করবেন।
২. ইনফরমেশন শিট পড়তে হবে।	২. ইনফরমেশন শিট ১ : রঙের সুত্র ব্যাখ্যা করা
৩. সেলফ চেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন এবং উত্তরপত্রের সাথে মিলিয়ে নিশ্চিত হতে হবে।	৩. সেল্ফ-চেক শিট ১ -এ দেয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন। উত্তরপত্র ১ -এর সাথে নিজের উত্তর মিলিয়ে নিশ্চিত করুন।
৪. জব/টাস্ক শিট ও স্পেসিফিকেশন শিট অনুযায়ী জব সম্পাদন করুন।	৪. নিম্নোক্ত জব/টাস্ক শিট অনুযায়ী জব/টাস্ক সম্পাদন করুন টাস্ক শিট - ১.১ : রঙ এবং বর্ণের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন টাস্ক শিট - ১.২ : মেকআপ এর কাজের জন্য প্যালেটে রঙ মিশানোর পদ্ধতি

ইনফরমেশন শিট (Information Sheet) - ১: রঙের সুত্র ব্যাখ্যা করা

শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objective): এই ইনফরমেশন শীট পড়ে শিক্ষণার্থীগণ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে, বর্ণনা করতে ও তথ্যগুলো কাজে প্রয়োগ করতে পারবে-

১.১ রঙ বিজ্ঞান
১.২ রঙ সুত্রের উৎপত্তি
১.৩ রঙ এবং আলোর সম্পর্ক
১.৪ রঙ এবং বর্ণের ৩টি বৈশিষ্ট্য
১.৫ রং মেশানোর পদ্ধতি
১.৬ রঙ প্রকাশের অনুভূতি

১.১ রঙ বিজ্ঞান

রঙ বিজ্ঞান মেকআপ শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, কারণ সঠিক রঙ নির্বাচন ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং মেকআপের স্থায়িত্বে সহায়তা করে। রঙের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জানা মেকআপ আর্টিস্টদের তাদের কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করে। মেকআপ আর্টিস্টদের উচিত বিভিন্ন রঙের বৈশিষ্ট্য, তাদের প্রভাব এবং সঠিক প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা।

রঙ বিজ্ঞান দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে:

- **ক্রোম্যাটিক রঙ:** ক্রোম্যাটিক রঙগুলি হলো সেসব রঙ যা রঙের পিগমেন্ট ধারণ করে এবং সাধারণত লাল, নীল, সবুজ, হলুদ ইত্যাদি রঙের মধ্যে পড়ে। এই রঙগুলি সাধারণত উজ্জ্বল এবং চোখে সহজে ধরা পড়ে। মেকআপে ক্রোম্যাটিক রঙগুলি ব্যবহৃত হলে তা ত্বকের উপর একটি স্পষ্ট প্রভাব তৈরি করে এবং একে অন্যের সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে।

যেমন:

- লাল রঙ: উত্তেজনা এবং শক্তি প্রদর্শন করতে ব্যবহার করা হয়। লিপস্টিক, ব্লাশ অথবা চোখের মেকআপে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- নীল রঙ: শান্তি এবং ঠান্ডা অনুভূতি প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। আইশ্যাডো বা লাইনিংয়ে ব্যবহার উপযোগী।
- সবুজ রঙ: সতেজতা এবং ভারসাম্য প্রদর্শন করে। এই রঙটি ত্বকে তাজা এবং প্রাকৃতিক আভা দেয়।

- **অ্যাক্রোম্যাটিক রঙ:** অ্যাক্রোম্যাটিক রঙ হলো সেসব রঙ যেগুলিতে কোনো প্রকৃত রঙের পিগমেন্ট নেই, যেমন সাদা, কালো এবং ধূসর। এগুলি মেকআপে বিভিন্ন ধরনের শেড বা গভীরতা তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় এবং অন্যান্য ক্রোম্যাটিক রঙগুলোর সাথে সুষমভাবে কাজ করতে সাহায্য করে।

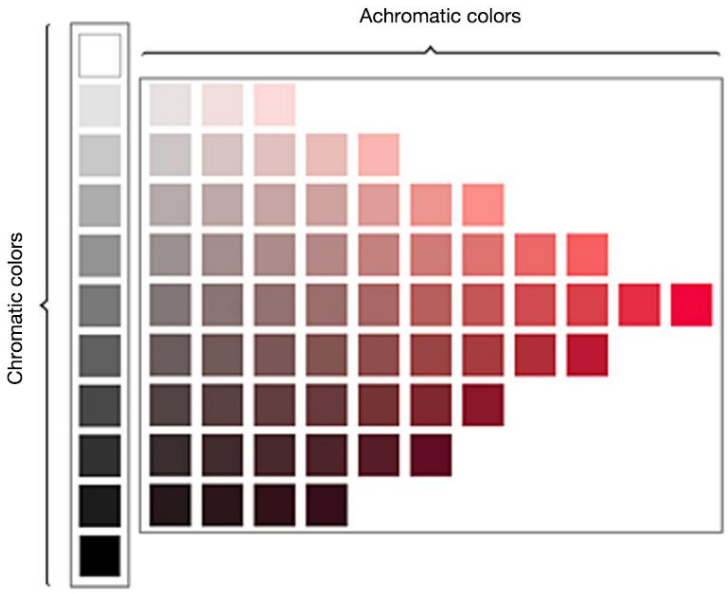

- সাদা রঙ: উজ্জ্বলতা এবং হাইলাইট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ত্বকে উজ্জ্বলতার প্রভাব আনতে সাদা রঙের ব্যবহার উপকারী।
- কালো রঙ: গভীরতা, শেডিং এবং কনট্যুরে ব্যবহৃত হয়। এটি চোখের মেকআপ বা লিপস্টিকে ড্রাম্যাটিক লুক তৈরি করতে সাহায্য করে।
- ধূসর রঙ: স্নিগ্ধতা এবং মসৃণতা যোগ করে। মেকআপে ধূসর রঙ সাধারণত শ্যাডো বা সেকেন্ডারি কনট্যুর হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

১.২ রঙ সুত্রের উৎপত্তি

রঙ সূত্র শব্দটি শুনলে আমাদের মনে প্রথমেই মেকআপ বা ফ্যাশন জগতের ছবি আসে। কিন্তু আসলে রঙ সূত্রের ব্যবহার শুধু মাত্র এই দুইটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। চিত্রকলা, ডিজাইন, স্থাপত্য, এমনকি বিজ্ঞাপন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রঙ সূত্রের প্রয়োগ দেখা যায়।

রঙ সূত্র কি?

রঙ সূত্র হল একটি নির্দিষ্ট নিয়ম বা সূত্র যা বিভিন্ন রঙের পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের মিশ্রণ এবং মানুষের মনে যে ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করে তা ব্যাখ্যা করে। এটি রঙের একটি ব্যবহারিক গাইডলাইন যা সৃজনশীল কাজে সুন্দর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ রঙের সমন্বয় করতে সাহায্য করে।

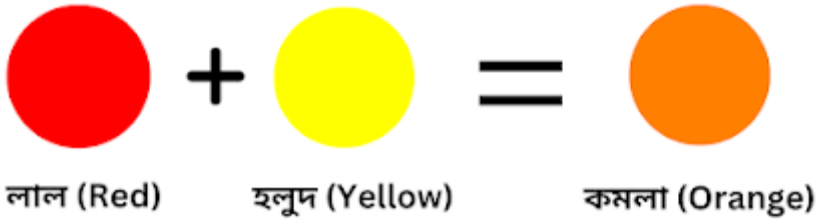

রঙ সূত্রের উৎপত্তি

রঙ সূত্রের উৎপত্তি সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট সময় বা ঘটনা নির্দেশ করা কঠিন। কারণ, রঙের ব্যবহার এবং তার প্রভাব নিয়ে মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই আগ্রহী ছিল।

- প্রাচীন সভ্যতা: মিশরীয়রা, গ্রীকরা এবং রোমানরা বিভিন্ন রঙের প্রতীকি অর্থ এবং মানুষের মনে যে ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করে তা নিয়ে গবেষণা করেছিল। তারা রঙকে ধর্ম, রাজনীতি এবং সামাজিক মর্যাদার সাথে জড়িত করেছিল।
- চিত্রকলা: রেনেসাঁ যুগে চিত্রকলার উন্নতির সাথে সাথে রঙের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। চিত্রশিল্পীরা রঙের গভীরতা, ছায়া এবং আলোর প্রভাব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিল।
- বিজ্ঞান: ১৯শ শতাব্দীতে রঙের বিজ্ঞানীরা রঙের তত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা শুরু করে। তারা রঙের তিনটি প্রাথমিক রঙ (লাল, নীল, হলুদ) এবং তাদের মিশ্রণে নতুন রঙ তৈরি করার নিয়ম আবিষ্কার করে।
- ফ্যাশন ও ডিজাইন: ২০শ শতাব্দীতে ফ্যাশন ও ডিজাইন শিল্পে রঙ সূত্রের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ফ্যাশন ডিজাইনাররা বিভিন্ন রঙের সমন্বয় করে নতুন নতুন স্টাইল তৈরি করেছিল।

কেন রঙ সূত্র গুরুত্বপূর্ণ?

- সুন্দরতা: রঙ সূত্র সাহায্যে আমরা সুন্দর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ রঙের সমন্বয় করতে পারি।
- সাংস্কৃতিক প্রভাব: বিভিন্ন সংস্কৃতিতে রঙের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ থাকে। রঙ সূত্র জানলে আমরা বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারি।
- ব্র্যান্ডিং: কোম্পানিগুলো তাদের ব্র্যান্ডের জন্য নির্দিষ্ট রঙের স্কিম ব্যবহার করে। এই রঙের স্কিম গ্রাহকদের মনে একটি নির্দিষ্ট ধারণা তৈরি করে।
- সাইকোলজি: বিভিন্ন রঙ মানুষের মনে বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি সৃষ্টি করে। রঙ সূত্র জানলে আমরা মানুষের মনোভাবকে প্রভাবিত করতে পারি।

১.৩ রঙ এবং আলোর সম্পর্ক

মেকআপ আর্টে রঙ এবং আলোর সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন রঙ কোন জায়গায় ব্যবহার করা হবে, তা নির্ধারণ করে আলো। আলোর প্রভাবেই রঙের তীব্রতা, গভীরতা এবং মাত্রা বদলে যায়। আসুন বিস্তারিত জেনে নিই।

কেন আলোর উপর নির্ভর করে মেকআপ?

- রঙের প্রভাব: আলোর পরিমাণ এবং ধরনের উপর নির্ভর করে একই রঙ বিভিন্নভাবে দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, গোলাপি রঙ দিনের আলোতে আর রাতের আলোতে ভিন্নভাবে দেখাবে।
- ছায়া ও আলো: মেকআপের মাধ্যমে মুখের আকৃতি পরিবর্তন করার জন্য ছায়া ও আলোর খেলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আলো কোথায় পড়বে এবং ছায়া কোথায় পড়বে, তা নির্ধারণ করে মেকআপের কৌশল।
- মাত্রা: আলোর প্রভাবে রঙের মাত্রা বাড়ানো বা কমানো যায়। উদাহরণস্বরূপ, হাইলাইটার আলোর প্রতিফলন ঘটিয়ে মুখের কিছু অংশকে উজ্জ্বল করে তোলে।

আলোর বিভিন্ন ধরন এবং তাদের প্রভাব

- প্রাকৃতিক আলো: সূর্যের আলো সবচেয়ে প্রাকৃতিক এবং সুন্দর আলো। এটি রঙকে স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়ে তোলে।
- কৃত্রিম আলো: বাতি, ফ্ল্যাশলাইট ইত্যাদি থেকে আসা আলোকে কৃত্রিম আলো বলে। এই আলোর তাপমাত্রা এবং রঙের উপর নির্ভর করে মেকআপের রঙের উপর প্রভাব পড়ে।
- উষ্ণ আলো: পিঁয়াজি রঙের আলোকে উষ্ণ আলো বলে। এটি ত্বককে গরম এবং স্বাস্থ্যকর দেখাতে সাহায্য করে।
- ঠান্ডা আলো: নীল বা সাদা আলোকে ঠান্ডা আলো বলে। এটি ত্বককে ফর্সা এবং উজ্জ্বল দেখাতে সাহায্য করে।

মেকআপে আলোর ব্যবহার

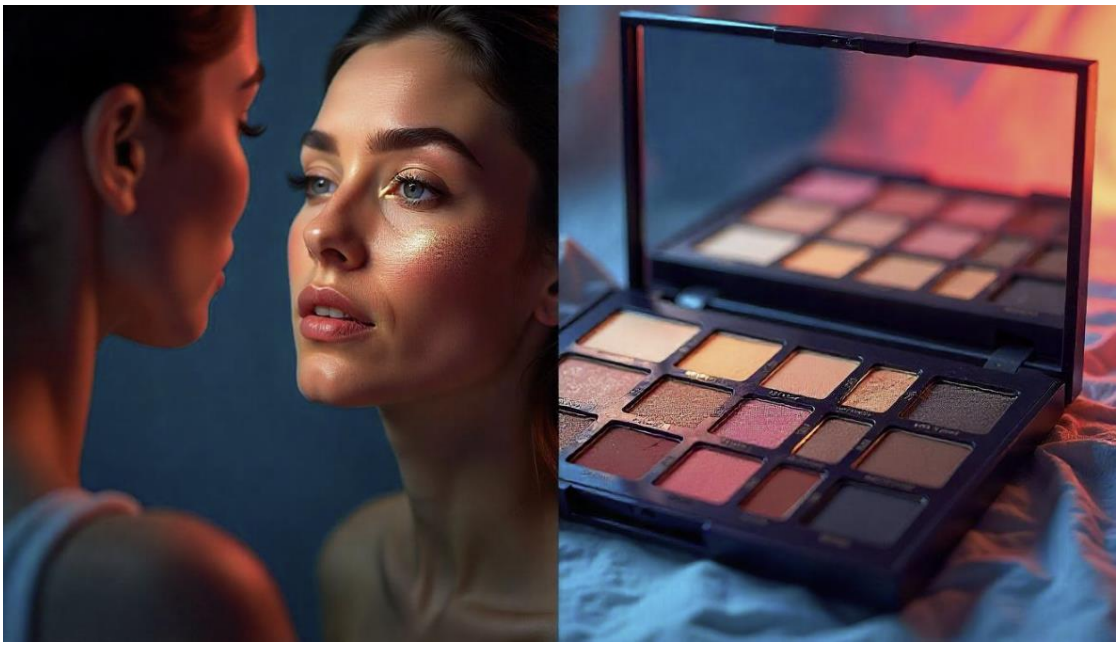

- কনট্যুরিং: মুখের আকৃতি পরিবর্তন করার জন্য গাঢ় এবং হালকা রঙের ছায়া ব্যবহার করে মুখে আলো-ছায়ার খেলা করা হয়।
- হাইলাইটিং: মুখের উঁচু অংশগুলোতে হাইলাইটার ব্যবহার করে আলোর প্রতিফলন ঘটিয়ে মুখকে উজ্জ্বল করা হয়।
- আই মেকআপ: আই শ্যাডো ব্যবহার করে চোখের আকৃতি এবং গভীরতা বাড়ানো যায়। আলোর প্রতিফলন ঘটিয়ে চোখকে বড় দেখানো যায়।
- লিপ মেকআপ: লিপস্টিকের রঙ এবং ফিনিশ আলোর উপর নির্ভর করে ভিন্নভাবে দেখা দিতে পারে।

১.৪ রঙ এবং বর্ণের ৩টি বৈশিষ্ট্য

রঙ (Color): রঙ একটি মৌলিক উপাদান যা মেকআপ শিল্পে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি ত্বকের সৌন্দর্য এবং মেকআপের প্রভাব তৈরি করতে সহায়তা করে। মেকআপ আর্টিস্টদের জন্য রঙের বিভিন্ন গুণাবলী যেমন হিউ (Hue), স্যাচুরেশন (Saturation) এবং ব্রাইটনেস (Brightness) সম্পর্কে জানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

- **হিউ (Hue):** হিউ হলো রঙের মৌলিক বৈশিষ্ট্য, যা আমাদের পরিচিত রঙের নাম দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এটি রঙের প্রাথমিক ধরণ, যেমন লাল, নীল, হলুদ, সবুজ ইত্যাদি। মেকআপে সঠিক হিউ নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি ত্বকের সাথে মিলিয়ে সঠিক মেকআপ শেড তৈরি করতে সাহায্য করে।
    - লাল হিউ: উজ্জ্বলতা এবং শক্তি প্রদর্শন করে। লিপস্টিক, ব্লাশ অথবা চোখের মেকআপে ব্যবহৃত হয়।
    - নীল হিউ: ঠান্ডা এবং শান্তি অনুভূতি দেয়। আইশ্যাডোতে ব্যবহৃত হতে পারে।
    - হলুদ হিউ: উজ্জ্বলতা এবং প্রাকৃতিকতা প্রদান করে, সাধারণত হাইলাইটারে ব্যবহৃত হয়।

- **স্যাচুরেশন (Saturation):** স্যাচুরেশন হলো রঙের তীব্রতা বা বিশুদ্ধতা। একটি রঙের স্যাচুরেশন যত বেশি, তত বেশি তা উজ্জ্বল এবং জীবন্ত দেখায়। স্যাচুরেশন কম হলে রঙটি ম্লান এবং প্যালেট দেখায়। মেকআপে, স্যাচুরেশনের উপযুক্ত মাত্রা নির্বাচন করা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে প্রাকৃতিক ও সুষম ফলাফল পাওয়া যায়।
    - উচ্চ স্যাচুরেশন: উজ্জ্বল এবং শক্তিশালী রঙ যেমন গা dark ় লিপস্টিক বা চোখের রঙ।
    - কম স্যাচুরেশন: মৃদু এবং নিস্তেজ রঙ, যা স্নিগ্ধ এবং প্রাকৃতিক লুক তৈরি করতে সাহায্য করে।

- **ব্রাইটনেস (Brightness):** ব্রাইটনেস বা উজ্জ্বলতা হলো রঙের আলোকিত এবং অন্ধকার স্তরের মধ্যে পার্থক্য। উজ্জ্বল রঙগুলি সাধারণত ত্বককে তাজা এবং প্রাকৃতিক আভা দেয়, যখন অন্ধকার রঙগুলি গভীরতা এবং শ্যাডো তৈরি করে।
    - উজ্জ্বল রঙ: হালকা এবং তাজা অনুভূতি দেয়, যেমন পাস্টেল শেড।
    - ডার্ক রঙ: গভীরতা এবং শেড তৈরি করতে সাহায্য করে, যেমন ডার্ক রেড বা মারুন।

টোন (Tone): রঙের টোন হলো রঙের উষ্ণতা বা ঠান্ডা অনুভূতি, যা মেকআপের চেহারা এবং অনুভূতি পরিবর্তন করে। টোন দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: উষ্ণ টোন এবং ঠান্ডা টোন।

- **উষ্ণ টোন (Warm Tone):** উষ্ণ টোন হল সেসব রঙ যা সোনালি, কমলা, লাল এবং হলুদ রঙের মতো উজ্জ্বল এবং উত্তপ্ত অনুভূতি দেয়। উষ্ণ টোনগুলি সাধারণত ত্বকে গরম এবং প্রাকৃতিক আভা প্রদান করে। উষ্ণ টোনের মেকআপ অনেক বেশি উজ্জ্বল এবং প্রাণবন্ত হতে পারে।
    - **লাল, কমলা, সোনালি রঙ**: উষ্ণ টোনের অংশ, যা মুখে উজ্জ্বলতা এবং শক্তি আনে।

- **ঠান্ডা টোন (Cold Tone):** ঠান্ডা টোন হল সেসব রঙ যা নীল, সবুজ, বেগুনি এবং প্যাল রঙের মতো ঠান্ডা অনুভূতি দেয়। ঠান্ডা টোনগুলি ত্বকে শীতল এবং শান্ত অনুভূতি তৈরি করে, যা নিরব এবং স্নিগ্ধ দেখতে সাহায্য করে।
    - **নীল, বেগুনি, সবুজ রঙ**: ঠান্ডা টোনের অংশ, যা মেকআপে গভীরতা এবং শান্তি আনে।

মেকআপ আর্টে রঙ এবং বর্ণের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন রঙ কোন জায়গায় ব্যবহার করা হবে, তা নির্ধারণ করে রঙের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। আসুন মেকআপ আর্টে রঙ এবং বর্ণের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই।

১. রঙের তাপমাত্রা (Color Temperature)

- উষ্ণ রঙ: লাল, কমলা, হলুদ এই রঙগুলোকে উষ্ণ রঙ বলা হয়। এই রঙগুলো ত্বককে গরম এবং স্বাস্থ্যকর দেখাতে সাহায্য করে।
- ঠান্ডা রঙ: নীল, বেগুনি, সবুজ এই রঙগুলোকে ঠান্ডা রঙ বলা হয়। এই রঙগুলো ত্বককে ফর্সা এবং উজ্জ্বল দেখাতে সাহায্য করে।
- ত্বকের রঙের সাথে মিল: ত্বকের রঙের সাথে মিলিয়ে রঙের তাপমাত্রা নির্বাচন করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, উষ্ণ ত্বকের রঙের জন্য উষ্ণ রঙের মেকআপ এবং ঠান্ডা ত্বকের রঙের জন্য ঠান্ডা রঙের মেকআপ ভালো মানায়।

২. রঙের তীব্রতা (Color Intensity)

- উজ্জ্বল রঙ: উজ্জ্বল রঙগুলো দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং মুখের কোনো নির্দিষ্ট অংশকে হাইলাইট করতে ব্যবহার করা হয়।
- নরম রঙ: নরম রঙগুলো ত্বকের সাথে মিশে যায় এবং একটি স্বাভাবিক চেহারা দেয়।
- অনুষ্ঠান: অনুষ্ঠানের ধরনের উপর নির্ভর করে রঙের তীব্রতা নির্বাচন করা উচিত। দিনের বেলায় হালকা এবং নরম রঙ এবং রাতের বেলায় উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩. রঙের স্বন (Color Undertones)

- ওয়ার্ম আন্ডারটোন: হলুদ বা গোল্ডেন আন্ডারটোনকে ওয়ার্ম আন্ডারটোন বলা হয়।
- কুল আন্ডারটোন: পিঙ্ক বা রেড আন্ডারটোনকে কুল আন্ডারটোন বলা হয়।
- নিউট্রাল আন্ডারটোন: ওয়ার্ম এবং কুল আন্ডারটোনের মধ্যবর্তী আন্ডারটোনকে নিউট্রাল আন্ডারটোন বলা হয়।
- ত্বকের আন্ডারটোনের সাথে মিল: ত্বকের আন্ডারটোনের সাথে মিলিয়ে মেকআপের রঙের স্বন নির্বাচন করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, ওয়ার্ম আন্ডারটোনযুক্ত ত্বকের জন্য ওয়ার্ম আন্ডারটোনযুক্ত ফাউন্ডেশন এবং কুল আন্ডারটোনযুক্ত ত্বকের জন্য কুল আন্ডারটোনযুক্ত ফাউন্ডেশন ভালো মানায়।

১.৫ রং মেশানোর পদ্ধতি

মেকআপ আর্টে রঙ মেশানো একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা। এটি আপনাকে আপনার নিজস্ব ছায়া তৈরি করতে এবং আপনার ত্বকের টোন এবং অনুষ্ঠানের সাথে মিলিয়ে নতুন রঙ তৈরি করতে সাহায্য করে।

কেন রঙ মেশানো গুরুত্বপূর্ণ?

- নিখুঁত ম্যাচ: আপনার ত্বকের টোন এবং অনুষ্ঠানের প্রয়োজন অনুযায়ী নিখুঁত ছায়া তৈরি করতে।
- সৃজনশীলতা: আপনার নিজস্ব অনন্য রঙের প্যালেট তৈরি করে আপনি আরো সৃজনশীল হতে পারেন।
- পণ্যের সঞ্চয়: আপনার কাছে যে সব মেকআপ পণ্য আছে, সেগুলোকে মিশিয়ে নতুন রঙ তৈরি করে আপনি অনেক পণ্য কেনার প্রয়োজন এড়াতে পারেন।

কিভাবে রঙ মেশানো যায়?

ক. প্যালেটে মিশানো

প্যালেট হল মেকআপ আর্টিস্টদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম। এটি বিভিন্ন রঙের আইশ্যাডো, ব্লাশ, হাইলাইটার ইত্যাদি এক জায়গায় সংরক্ষণ করে। প্যালেটে রঙ মিশানো হল মেকআপ আর্টের একটি মৌলিক দক্ষতা।

কেন প্যালেটে রঙ মিশানো?

- নিজস্ব রঙ তৈরি: আপনার ত্বকের টোন এবং অনুষ্ঠানের সাথে মিলিয়ে নতুন রঙ তৈরি করতে।
- সৃজনশীলতা: বিভিন্ন রঙ মিশিয়ে নতুন এবং অনন্য ছায়া তৈরি করতে।
- পণ্যের সঞ্চয়: আপনার কাছে যে সব মেকআপ পণ্য আছে, সেগুলোকে মিশিয়ে নতুন রঙ তৈরি করে আপনি অনেক পণ্য কেনার প্রয়োজন এড়াতে পারেন।

প্যালেটে রঙ মিশানোর পদ্ধতি

১. প্যালেটে রঙ নিন: প্যালেট থেকে আপনার পছন্দমতো দুই বা তিনটি রঙ নিন। ২. মিশ্রণের জায়গা নির্ধারণ করুন: প্যালেটে একটি খালি জায়গা নির্ধারণ করুন যেখানে আপনি রঙগুলো মিশাবেন। ৩. ব্রাশ বা স্পঞ্জ দিয়ে মিশিয়ে নিন: একটি ছোট ব্রাশ বা স্পঞ্জ দিয়ে নেওয়া রঙগুলোকে ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মিশিয়ে নিন। ৪. পরীক্ষা করুন: মিশ্রিত রঙ আপনার ত্বকে লাগিয়ে দেখুন। যদি প্রয়োজন হয়, আরো কিছু রঙ মিশিয়ে নিন।	

খ. হাতের পিছনে মিশানো

হাতের পিছনে রঙ মিশানো হল মেকআপ আর্টিস্টদের মধ্যে একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি। এটি খুবই সহজ এবং দ্রুত, বিশেষ করে যখন আপনি দ্রুত একটি রঙ তৈরি করতে চান।

কেন হাতের পিছনে রঙ মিশানো?

- সহজলভ্যতা: আপনার কাছে সবসময় আপনার হাত থাকে।
- দ্রুত: কোনো অতিরিক্ত সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় না, তাই এটি খুব দ্রুত করা যায়।
- পরিবহণযোগ্য: আপনি যেখানেই যান না কেন, আপনার হাত সবসময় আপনার সাথে থাকে।

হাতের পিছনে রঙ মিশানোর পদ্ধতি

১. রঙ নিন: আপনার পছন্দমতো দুই বা তিনটি রঙ আপনার হাতের পিছনে নিন। ২. মিশিয়ে নিন: আঙুল দিয়ে ধীরে ধীরে রঙগুলোকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মিশিয়ে নিন। ৩. পরীক্ষা করুন: মিশ্রিত রঙ আপনার ত্বকে লাগিয়ে দেখুন। যদি প্রয়োজন হয়, আরো কিছু রঙ মিশিয়ে নিন।	

গ. টিস্যু পেপারে মিশানো

টিস্যু পেপার মেকআপ আর্টিস্টদের কাছে একটি জনপ্রিয় সরঞ্জাম, বিশেষ করে যখন তারা একটি পরিষ্কার এবং নিখুঁত মিশ্রণ চায়। এটি অতিরিক্ত রঙ শোষণ করে এবং একটি স্মুথ ফিনিশ দেয়।

কেন টিস্যু পেপারে রঙ মিশানো?

- পরিষ্কার মিশ্রণ: টিস্যু পেপার অতিরিক্ত রঙ শোষণ করে, ফলে আপনি একটি পরিষ্কার এবং স্মুথ মিশ্রণ পাবেন।
- সহজে পরিবহণযোগ্য: টিস্যু পেপার খুব হালকা এবং সহজে বহন করা যায়।
- স্বাস্থ্যকর: একবার ব্যবহারের পর টিস্যু ফেলে দেওয়া যায়, যা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের ঝুঁকি কমায়।

টিস্যু পেপারে রঙ মিশানোর পদ্ধতি

১. রঙ নিন: আপনার পছন্দমতো দুই বা তিনটি রঙ আপনার হাতের পিছনে বা প্যালেটে নিন। ২. টিস্যুতে রঙ দিন: একটি ছোট টুকরো টিস্যু পেপার নিন এবং রঙগুলোকে টিস্যুতে স্থানান্তর করুন। ৩. মিশিয়ে নিন: একটি ব্রাশ বা স্পঞ্জ দিয়ে ধীরে ধীরে রঙগুলোকে টিস্যুতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মিশিয়ে নিন। ৪. পরীক্ষা করুন: মিশ্রিত রঙ আপনার ত্বকে লাগিয়ে দেখুন। যদি প্রয়োজন হয়, আরো কিছু রঙ মিশিয়ে নিন।	

টিস্যু পেপারে রঙ মিশানোর সময় কিছু টিপস

- নরম টিস্যু: একটি নরম এবং শুকনো টিস্যু পেপার ব্যবহার করুন।
- হালকা হাতে মিশিয়ে নিন: খুব জোরে ঘষে মিশিয়ে নেবেন না, তাহলে রঙ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
- পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করুন: প্রথমে খুব অল্প পরিমাণ রঙ নিন এবং ধীরে ধীরে পরিমাণ বাড়িয়ে নিন।
- বিভিন্ন ধরনের টিস্যু: বিভিন্ন ধরনের টিস্যু বিভিন্ন ধরনের ফলাফল দেয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি নরম টিস্যু একটি স্মুথ ফিনিশ দেবে, আর একটি রুক্ষ টিস্যু একটি ম্যাট ফিনিশ দেবে।

ঘ. প্লাস্টিকের চামচ বা স্প্যাচুলা দিয়ে মিশানো:

প্লাস্টিকের চামচ বা স্প্যাচুলা মেকআপ আর্টিস্টদের কাছে একটি জনপ্রিয় সরঞ্জাম, বিশেষ করে যখন তারা একটি সঠিক এবং নিখুঁত মিশ্রণ চায়। এটি রঙের পরিমাণ সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং একটি সুন্দর ফিনিশ দিতে সাহায্য করে।

কেন প্লাস্টিকের চামচ বা স্প্যাচুলা দিয়ে রঙ মিশানো?

- সঠিক পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ: চামচ বা স্প্যাচুলা দিয়ে আপনি সহজেই রঙের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।
- হাইজিনিক: চামচ বা স্প্যাচুলা ধুয়ে পরিষ্কার করা সহজ, যা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের ঝুঁকি কমায়।
- ব্যবহার সহজ: চামচ বা স্প্যাচুলা ব্যবহার করতে খুব সহজ।

প্লাস্টিকের চামচ বা স্প্যাচুলা দিয়ে রঙ মিশানোর পদ্ধতি

১. পাত্রে রঙ নিন: একটি ছোট পাত্রে (যেমন, একটি প্যালেটের খালি কুঠুরি) আপনার পছন্দমতো দুই বা তিনটি রঙ নিন। ২. মিশিয়ে নিন: চামচ বা স্প্যাচুলা দিয়ে ধীরে ধীরে রঙগুলোকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মিশিয়ে নিন। ৩. পরীক্ষা করুন: মিশ্রিত রঙ আপনার ত্বকে লাগিয়ে দেখুন। যদি প্রয়োজন হয়, আরো কিছু রঙ মিশিয়ে নিন।	

১.৬ রঙ প্রকাশের অনুভূতি

মেকআপ শুধুমাত্র মুখে রঙ লাগানো নয়, এটি এক ধরনের ভাষা যা আমাদের অনুভূতি, মেজাজ এবং ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে। বিভিন্ন রঙ মানুষের মনে বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং মেকআপে এই অনুভূতিগুলোকে ব্যবহার করে আমরা নিজেদেরকে আরো আকর্ষণীয় এবং আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে পারি।

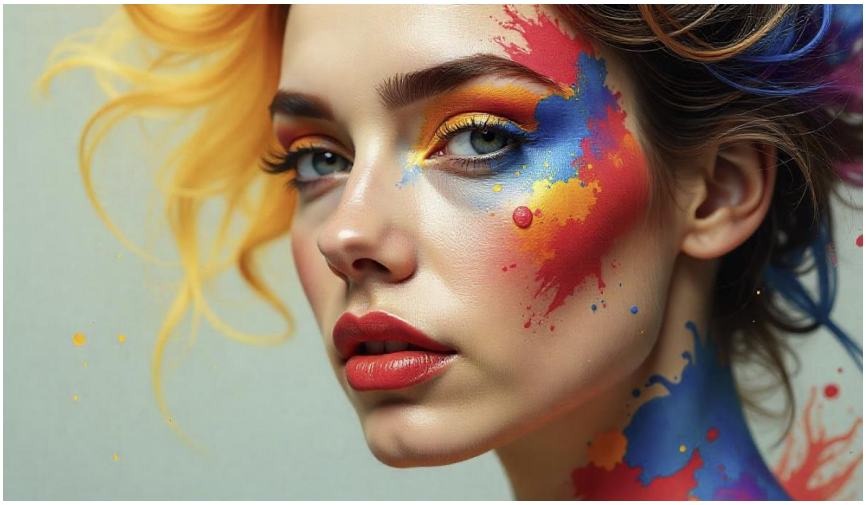

রঙ এবং অনুভূতির সম্পর্ক

- লাল: উত্তেজনা, ভালোবাসা, শক্তি, আকর্ষণ
- গোলাপি: নারীত্ব, কোমলতা, মিষ্টি
- নীল: শান্তি, বিশ্বাস, নির্ভরযোগ্যতা
- সবুজ: প্রকৃতি, স্বাস্থ্য, সতেজতা
- হলুদ: আনন্দ, উৎসাহ, আশাবাদ
- বেগুনি: রাজকীয়তা, মিস্টিক্যাল, স্বপ্ন
- কালো: রহস্য, শক্তি, শোক
- সাদা: নির্মলতা, শান্তি, সরলতা

মেকআপে রঙের ব্যবহারের মাধ্যমে অনুভূতি প্রকাশ

- রোমান্টিক লুক: গোলাপি, লাল, এবং মৃদু বেগুনি রঙ ব্যবহার করে আপনি একটি রোমান্টিক লুক তৈরি করতে পারেন।
- পাওয়ারফুল লুক: লাল লিপস্টিক এবং স্মোকি আই মেকআপ দিয়ে আপনি একটি পাওয়ারফুল লুক তৈরি করতে পারেন।
- ন্যাচারাল লুক: নরম পৃথিবী রঙের টোন ব্যবহার করে আপনি একটি ন্যাচারাল লুক তৈরি করতে পারেন।
- ড্রামাটিক লুক: কালো আইলাইনার এবং লাল লিপস্টিক দিয়ে আপনি একটি ড্রামাটিক লুক তৈরি করতে পারেন।

সেলফ চেক (Self Check)- ১: রঙের সুত্র ব্যাখ্যা করা

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নির্দেশনা:- উপরোক্ত ইনফরমেশন শীট পাঠ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন-

প্রশ্ন ১: ক্রোম্যাটিক রং কোনগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত?
ক) সাদা, ধূসর, কালো
খ) লাল, নীল, হলুদ
গ) সবুজ, বেগুনি, কমলা
ঘ) ধূসর, নীল, সবুজ

প্রশ্ন ২: রং এবং আলোর সম্পর্ক কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) রং এবং আলো কোন সম্পর্ক নেই
খ) রং আলোর এক প্রতিফলন যা চোখে পড়ে
গ) রং আলোর শোষণ দ্বারা নির্ধারিত হয়
ঘ) রং কোন বিশেষ বর্ণ দ্বারা চিহ্নিত হয় না

প্রশ্ন ৩: স্যাচুরেশন কী বোঝায়?
ক) রংয়ের উজ্জ্বলতা
খ) রংয়ের বিশুদ্ধতা
গ) রংয়ের স্থান
ঘ) রংয়ের অন্ধকার মাত্রা

প্রশ্ন ৪: কোন রংগুলি উষ্ণ টোনের অন্তর্ভুক্ত?
ক) নীল, সবুজ, বেগুনি
খ) লাল, কমলা, হলুদ
গ) ধূসর, কালো, সাদা
ঘ) নীল, লাল, সাদা

প্রশ্ন ৫: দ্বিতীয়ক রং কীভাবে তৈরি হয়?
ক) দুটি প্রাথমিক রংয়ের মিশ্রণ থেকে
খ) একটি প্রাথমিক রং এবং একটি তৃতীয়ক রংয়ের মিশ্রণ থেকে
গ) একটি প্রাথমিক রং এবং একটি অ্যাক্রোম্যাটিক রংয়ের মিশ্রণ থেকে
ঘ) তিনটি প্রাথমিক রংয়ের মিশ্রণ থেকে

উত্তরপত্র (Answer Key)- ১: রঙের সুত্র ব্যাখ্যা করা

প্রশ্ন ১: ক্রোম্যাটিক রং কোনগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত?
ক) সাদা, ধূসর, কালো
খ) লাল, নীল, হলুদ
গ) সবুজ, বেগুনি, কমলা
ঘ) ধূসর, নীল, সবুজ
উত্তর: খ) লাল, নীল, হলুদ

প্রশ্ন ২: রং এবং আলোর সম্পর্ক কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) রং এবং আলো কোন সম্পর্ক নেই
খ) রং আলোর এক প্রতিফলন যা চোখে পড়ে
গ) রং আলোর শোষণ দ্বারা নির্ধারিত হয়
ঘ) রং কোন বিশেষ বর্ণ দ্বারা চিহ্নিত হয় না
উত্তর: খ) রং আলোর এক প্রতিফলন যা চোখে পড়ে

প্রশ্ন ৩: স্যাচুরেশন কী বোঝায়?
ক) রংয়ের উজ্জ্বলতা
খ) রংয়ের বিশুদ্ধতা
গ) রংয়ের স্থান
ঘ) রংয়ের অন্ধকার মাত্রা
উত্তর: খ) রংয়ের বিশুদ্ধতা

প্রশ্ন ৪: কোন রংগুলি উষ্ণ টোনের অন্তর্ভুক্ত?
ক) নীল, সবুজ, বেগুনি
খ) লাল, কমলা, হলুদ
গ) ধূসর, কালো, সাদা
ঘ) নীল, লাল, সাদা
উত্তর: খ) লাল, কমলা, হলুদ

প্রশ্ন ৫: দ্বিতীয়ক রং কীভাবে তৈরি হয়?
ক) দুটি প্রাথমিক রংয়ের মিশ্রণ থেকে
খ) একটি প্রাথমিক রং এবং একটি তৃতীয়ক রংয়ের মিশ্রণ থেকে
গ) একটি প্রাথমিক রং এবং একটি অ্যাক্রোম্যাটিক রংয়ের মিশ্রণ থেকে
ঘ) তিনটি প্রাথমিক রংয়ের মিশ্রণ থেকে
উত্তর: ক) দুটি প্রাথমিক রংয়ের মিশ্রণ থেকে

টাস্ক শিট (Task Sheet)- ১.১ : রঙ এবং বর্ণের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন

কাজের নাম	**রঙ এবং বর্ণের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন**
কাজের উদ্দেশ্য	১. রঙের মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবং তাদের প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। ২. মেকআপে রঙের ব্যবহার এবং সঠিক নির্বাচন কৌশল শেখানো। ৩. বিভিন্ন রঙের অনুভূতি ও সঙ্গতি সম্পর্কে আলোচনা করা।
কাজের ধাপসমূহ/পদ্ধতি	১. রঙের প্রাথমিক, গৌণ ও ত্রৈমাসিক ভাগ সম্পর্কে আলোচনা করুন। ২. রঙের তাপমাত্রা (গরম ও ঠান্ডা) এবং তা মেকআপে কিভাবে প্রভাব ফেলে তা ব্যাখ্যা করুন। ৩. বিভিন্ন রঙের মাধ্যমে মানুষের মনের অবস্থা কিভাবে পরিবর্তিত হয় তা আলোচনা করুন। ৪. মেকআপে রঙের নির্বাচন এবং প্রয়োগের প্রক্রিয়া শিখান, বিশেষ করে কীভাবে একটি নির্দিষ্ট রঙের স্কিম তৈরি করতে হয়। ৫. নির্বাচিত রঙের প্রভাব এবং তাদের কিভাবে মুখাবয়বের সাথে সঙ্গতি বজায় রাখতে সাহায্য করে তা পর্যবেক্ষণ করুন।

টাস্ক শিট (Task Sheet)- ১.২ : মেকআপ এর কাজের জন্য প্যালেটে রঙ মিশানো

কাজের নাম	**মেকআপ এর কাজের জন্য প্যালেটে রঙ মিশানো**
কাজের উদ্দেশ্য	১. মেকআপে বিভিন্ন রঙের সঠিক মিশ্রণ কৌশল শিখানো। ২. রঙের সংমিশ্রণের মাধ্যমে সৃজনশীলতা এবং বৈচিত্র্য তৈরি করা। ৩. প্যালেট ব্যবহার করে রঙের পার্থক্য এবং গুণগত মান বোঝানো।
কাজের ধাপসমূহ/পদ্ধতি	১. রঙের প্রাথমিক, গৌণ ও ত্রৈমাসিক ভাগ সম্পর্কে আলোচনা করুন। ২. রঙের তাপমাত্রা (গরম ও ঠান্ডা) এবং তা মেকআপে কিভাবে প্রভাব ফেলে তা ব্যাখ্যা করুন। ৩. বিভিন্ন রঙের মাধ্যমে মানুষের মনের অবস্থা কিভাবে পরিবর্তিত হয় তা আলোচনা করুন। ৪. মেকআপে রঙের নির্বাচন এবং প্রয়োগের প্রক্রিয়া শিখান, বিশেষ করে কীভাবে একটি নির্দিষ্ট রঙের স্কিম তৈরি করতে হয়। ৫. নির্বাচিত রঙের প্রভাব এবং তাদের কিভাবে মুখাবয়বের সাথে সঙ্গতি বজায় রাখতে সাহায্য করে তা পর্যবেক্ষণ করুন।

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet)- ১.২ : মেকআপ এর কাজের জন্য প্যালেটে রঙ মিশানো

প্রয়োজনীয় টুলস:

ক্রম	টুলস এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১.	মাস্ক	সার্জিক্যাল মাস্ক	টুকরা	৫
২.	গ্লাভস	একবারের ব্যবহারের	জোড়া	১০
৩.	অ্যাপ্রন	জলরোধী, দৈর্ঘ্য ১ মিটার	টুকরা	১

প্রয়োজনীয় ম্যাটেরিয়াল:

ক্রম	ম্যাটেরিয়াল এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১.	মেকআপ ব্রাশ	ভিন্ন আকারের ব্রাশ	সেট	১
২.	স্পঞ্জ	মেকআপ ব্লেন্ডিং স্পঞ্জ	টুকরা	৫
৩.	প্যালেট	রঙ মিশ্রণের জন্য	টুকরা	১

প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্টস:

ক্রম	ম্যাটেরিয়াল এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১.	আয়না	দ্বি-মুখী, ৩০ সেমি	টুকরা	১
২.	আলো	LED, রঙ পরিবর্তনশীল	সেট	১

শিখনফল (Learning Outcome)- ২ : রঙের সূত্রের নীতিগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে

অ্যাসেসমেন্ট মানদন্ড	১. রঙের গঠন এবং শ্রেণীবিভাগ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ২. রঙের প্রধান উপাদানগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। ৩. উষ্ণ এবং শীতল রঙের সিরিজ এবং তাদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ৪. রঙের সাথে বর্ণের মিল বর্ণনা করা হয়েছে। ৫. রঙের ম্যাচিংকে প্রভাবিত করে এমন উপাদানগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। ৬. রঙের উপর আলোর প্রভাব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ৭. রঙের বৈসাদৃশ্য এবং সামঞ্জস্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ৮. খতু অনুযায়ী রঙের ভাবূর্তি বর্ণনা করা হয়েছে। ৯. রঙের সাথে সম্পর্কিত বিমূর্ত ভাবমূর্তিগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
শর্ত ও রিসোর্স	১. প্রকৃত কর্মক্ষেত্র অথবা প্রশিক্ষণ পরিবেশ ২. সিবিএলএম ৩. হ্যান্ডআউটস ৪. ল্যাপটপ ৫. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ৬. কাগজ, কলম, পেন্সিল ও ইরেজার ৭. হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার ৮. ওডিও ভিডিও ডিভাইস ৯. প্রয়োজনীয় পিপিই
বিষয়বস্তু	১. রঙের গঠন এবং শ্রেণীবিভাগ ২. রঙের প্রধান উপাদান ৩. উষ্ণ এবং শীতল রঙের সিরিজ এবং তাদের বৈশিষ্ট্য ৪. রঙের সাথে বর্ণের মিল ৫. রঙের ম্যাচিংকে প্রভাবিত করে এমন উপাদান ৬. রঙের উপর আলোর প্রভাব ৭. রঙের বৈসাদৃশ্য এবং সামঞ্জস্য ৮. খতু অনুযায়ী রঙের ভাবমূর্তি ৯. রঙের সাথে সম্পর্কিত বিমূর্ত ভাবমূর্তি
এক্টিভিটি / টাস্ক / জব	১. রঙের প্রধান উপাদানগুলি বর্ণনা করুন ২. রঙের উপর আলোর প্রভাব ব্যাখ্যা করুন
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	১. আলোচনা (Discussion) ২. উপস্থাপন (Presentation) ৩. প্রদর্শন (Demonstration) ৪. নির্দেশিত অনুশীলন (Guided Practice) ৫. স্বতন্ত্র অনুশীলন (Individual Practice) ৬. প্রজেক্ট ওয়ার্ক (Project Work) ৭. সমস্যা সমাধান (Problem Solving) ৮. মাথাখাটানো (Brainstorming)
অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি	১. লিখিত অভীক্ষা (Written Test) ২. প্রদর্শন (Demonstration) ৩. মৌখিক প্রশ্ন (Oral Questioning) ৪. পোর্টফলিও (Portfolio)

শিক্ষণ/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) -২ : রঙের সূত্রের নীতিগুল ব্যাখ্যা করা

এই শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে শিখনফলে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু এবং পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করুন। কার্যক্রমগুলোর জন্য বর্ণিত রিসোর্সসমূহ ব্যাবহার করুন।

শিখন কার্যক্রম **(Learning Activities)**	**উপকরণ / বিশেষ নির্দেশনা** **(Resources / Special instructions)**
১. প্রশিক্ষণার্থীগণ কোন শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করবে সে সম্পর্কে প্রশিক্ষকের নিকট জানতে চাইবে।	১. প্রশিক্ষক প্রশিক্ষার্থীদের **"রঙের সূত্রের নীতিগুল ব্যাখ্যা করা"** শেখার জন্য উপকরণ প্রদান করবেন।
২. ইনফরমেশন শিট পড়তে হবে।	২. ইনফরমেশন শিট ২ : রঙের সূত্রের নীতিগুল ব্যাখ্যা করা
৩. সেলফ চেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন এবং উত্তরপত্রের সাথে মিলিয়ে নিশ্চিত হতে হবে।	৩. সেল্ফ-চেক শিট ২ -এ দেয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন। উত্তরপত্র ২ -এর সাথে নিজের উত্তর মিলিয়ে নিশ্চিত করুন।
৪. জব/টাস্ক শিট ও স্পেসিফিকেশন শিট অনুযায়ী জব সম্পাদন করুন।	৪. নিম্নোক্ত জব/টাস্ক শিট অনুযায়ী জব/টাস্ক সম্পাদন করুন টাস্ক শিট ২.১ : রঙের প্রধান উপাদানগুলি বর্ণনা করুন টাস্ক শিট ২.২ : রঙের উপর আলোর প্রভাব ব্যাখ্যা করুন

ইনফরমেশন শিট (Information Sheet) - ২ : রঙের সূত্রের নীতিগুল ব্যাখ্যা করা

শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objective): এই ইনফরমেশন শীট পড়ে শিক্ষণার্থীগণ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে, বর্ণনা করতে ও তথ্যগুলো কাজে প্রয়োগ করতে পারবে-

২.১ রংয়ের গঠন এবং শ্রেণিবিন্যাস
২.২ রংয়ের প্রধান উপাদানগুলি
২.৩ উষ্ণ এবং শীতল রংয়ের ধারাবাহিকতা এবং তাদের বৈশিষ্ট্য
২.৪ রংয়ের সাথে ত্বকের রঙের মিল
২.৫ রংয়ের মিল প্রভাবিতকারী উপাদানগুলি
২.৬ আলোর প্রভাব রংয়ের উপর
২.৭ রংয়ের কন্ট্রাস্ট এবং হারমনি
২.৮ মৌসুম অনুযায়ী রংয়ের চিত্র
২.৯ রংয়ের অনুযায়ী আবস্ট্রাক্ট চিত্র

২.১. রংয়ের গঠন এবং শ্রেণিবিন্যাস

প্রাথমিক রংগুলি (Primitive Colours) প্রাথমিক রং বা প্রাচীন রং বলতে সেই রংগুলি বোঝায় যা প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায় এবং যেগুলির কোনো অভ্যন্তরীণ মিশ্রণ নেই। এগুলি সাধারণত সৃষ্টির প্রাথমিক স্তরে পাওয়া যায় এবং মেকআপের আর্টিস্টিক প্রয়োগের জন্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।	
প্রাথমিক রংগুলি (Primary Colours) প্রাথমিক রংগুলি হলো লাল, নীল, এবং হলুদ। এই রংগুলি অন্য কোনো রং দ্বারা তৈরি হয় না এবং এগুলি রং মিশ্রণের ভিত্তি। প্রাথমিক রংগুলির সঠিক মিশ্রণ দ্বারা দ্বিতীয়ক এবং তৃতীয়ক রংগুলি তৈরি করা হয়।	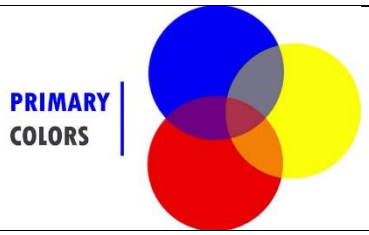
দ্বিতীয়ক রংগুলি (Secondary Colours) দ্বিতীয়ক রংগুলি প্রাথমিক রংগুলির মিশ্রণ দ্বারা তৈরি। উদাহরণ স্বরূপ, লাল ও নীল মিশিয়ে বেগুনি হয়, নীল ও হলুদ মিশিয়ে সবুজ হয়, এবং লাল ও হলুদ মিশিয়ে কমলা হয়।	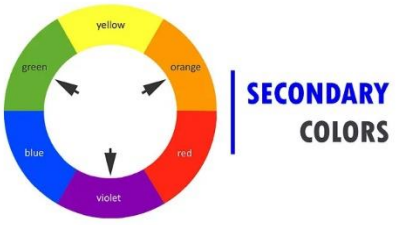
তৃতীয়ক রংগুলি (Tertiary Colours) তৃতীয়ক রংগুলি একটি প্রাথমিক এবং একটি দ্বিতীয়ক রংয়ের মিশ্রণে তৈরি। এগুলি বিশেষ ভাবে রংয়ের গভীরতা এবং বৈচিত্র্য প্রদান করে, যা মেকআপ ডিজাইনে বিশেষ প্রভাব তৈরি করে।	

বসন্ত টাইপ (Spring Type) **বৈশিষ্ট্য:** বসন্তের রংগুলি উজ্জ্বল, হালকা, এবং খুব প্রাণবন্ত হয়। এগুলি তরুণ এবং সতেজ অনুভূতি প্রদান করে, যা নতুন শুরুর প্রতীক। **রং উদাহরণ:** উজ্জ্বল পিঙ্ক, হালকা সবুজ, উজ্জ্বল স্কাই ব্লু, এবং লেমন ইয়েলো। এই রংগুলি তাদের উজ্জ্বলতা এবং হালকা স্যাচুরেশন দ্বারা চিহ্নিত।	
গ্রীষ্ম টাইপ (Summer Type) **বৈশিষ্ট্য:** গ্রীষ্মের রংগুলি নরম, পেস্টেল শেড, এবং শীতল টোনে আসে। এগুলি শান্তি এবং সুক্ষ্মতা প্রকাশ করে, যা গ্রীষ্মের নির্মল এবং হালকা অনুভূতির প্রতিফলন করে। **রং উদাহরণ:** সফট ব্লু, ল্যাভেন্ডার, পেল পিঙ্ক, এবং মিন্ট গ্রিন। এই রংগুলি তাদের কম স্যাচুরেশন এবং হালকা উজ্জ্বলতার জন্য পরিচিত।	
শরৎ টাইপ (Autumn Type) **বৈশিষ্ট্য:** শরৎকালের রংগুলি গাঢ়, উষ্ণ, এবং পৃথিবীর টোনে আসে। এগুলি প্রকৃতির পাকা ফসল এবং পতনশীল পাতার রংগুলির প্রতিফলন করে। **রং উদাহরণ:** বার্নড অরেঞ্জ, গাঢ় মারুন, মস গ্রিন, এবং গোল্ডেন ইয়েলো। এই রংগুলি তাদের উষ্ণতা এবং গভীর স্যাচুরেশনের জন্য পরিচিত।	
শীত টাইপ (Winter Type) **বৈশিষ্ট্য:** শরৎকালের রংগুলি গাঢ়, উষ্ণ, এবং পৃথিবীর টোনে আসে। এগুলি প্রকৃতির পাকা ফসল এবং পতনশীল পাতার রংগুলির প্রতিফলন করে। **রং উদাহরণ:** বার্নড অরেঞ্জ, গাঢ় মারুন, মস গ্রিন, এবং গোল্ডেন ইয়েলো। এই রংগুলি তাদের উষ্ণতা এবং গভীর স্যাচুরেশনের জন্য পরিচিত।	

২.২. রংয়ের প্রধান উপাদানগুলি

মেকআপের রঙগুলি কেবল সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্যই ব্যবহৃত হয় না, এগুলি ত্বকের টোন, চোখের রঙ এবং অনুষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী নির্বাচন করা হয়। এই রঙগুলি বিভিন্ন উপাদান দিয়ে তৈরি হয়, যা তাদের গঠন এবং বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে।

মেকআপ রঙের প্রধান উপাদানগুলি

- পিগমেন্ট: রঙের মূল উৎস। এগুলি খনিজ, উদ্ভিদ বা সিন্থেটিক উপাদান দিয়ে তৈরি হতে পারে। পিগমেন্টের ধরন এবং পরিমাণই একটি রঙের তীব্রতা এবং ছায়া নির্ধারণ করে।
- বাইন্ডার: পিগমেন্টগুলিকে একত্রিত করে একটি স্থায়ী রঙ তৈরি করতে বাইন্ডার ব্যবহৃত হয়। এগুলি সাধারণত তেল, মোম বা পলিমার হয়। বাইন্ডারের ধরন রঙের টেকসচার এবং স্থায়িত্বকে প্রভাবিত করে।
- দ্রাবক: কিছু রঙে দ্রাবক ব্যবহৃত হয় যা পিগমেন্ট এবং বাইন্ডারকে একত্রিত করে একটি তরল বা ক্রিমি ফর্ম তৈরি করে। পানি, অ্যালকোহল এবং তেল সাধারণত দ্রাবক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
- ফিলার: ফিলার রঙের ভলিউম বাড়াতে এবং টেকসচার পরিবর্তন করতে ব্যবহৃত হয়। এগুলি সাধারণত সিলিকা, ট্যালক বা স্টার্চ হয়।
- অন্যান্য উপাদান: কিছু রঙে সংরক্ষক, সুগন্ধি, এবং অন্যান্য উপাদান যোগ করা হয় যা রঙের স্থায়িত্ব বাড়াতে, ব্যবহারকে সহজ করতে এবং রঙকে আরও আকর্ষণীয় করতে সাহায্য করে।

বিভিন্ন ধরনের মেকআপ রঙ এবং তাদের উপাদান

- পাউডার রঙ: সাধারণত ট্যালক, স্টার্চ এবং পিগমেন্ট দিয়ে তৈরি হয়। এগুলি ম্যাট বা শিমারি হতে পারে।
- ক্রিম রঙ: মোম, তেল এবং পিগমেন্ট দিয়ে তৈরি হয়। এগুলি সাধারণত আরও ক্রিমি এবং ময়েশ্চারাইজিং হয়।
- লিকুইড রঙ: পানি, অ্যালকোহল, পিগমেন্ট এবং বাইন্ডার দিয়ে তৈরি হয়। এগুলি সাধারণত হালকা এবং সহজে মিশে যায়।
- জেল রঙ: পানি, পলিমার এবং পিগমেন্ট দিয়ে তৈরি হয়। এগুলি সাধারণত আরও ঘন এবং স্থায়ী হয়।

২.৩. উষ্ণ এবং শীতল রংয়ের ধারাবাহিকতা এবং তাদের বৈশিষ্ট্য

উষ্ণ ও শীতল রঙের ধারাবাহিকতা এবং তাদের বৈশিষ্ট্য

মেকআপে রঙের ব্যবহার শুধু সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্যই নয়, এটি আপনার ত্বকের টোন এবং চেহারার বৈশিষ্ট্যকে আরও উজ্জ্বল করতেও সাহায্য করে। এই ক্ষেত্রে, উষ্ণ ও শীতল রঙের ধারণাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উষ্ণ ও শীতল রঙ কি?

- **উষ্ণ রঙ:** এই রঙগুলো সাধারণত লাল, কমলা, হলুদ এবং তাদের বিভিন্ন ছায়া নিয়ে গঠিত। এই রঙগুলো সূর্যের আলো এবং আগুনের রঙের সাথে মিলিত হওয়ায় এগুলোকে উষ্ণ বলা হয়।
- **শীতল রঙ:** নীল, বেগুনি, এবং সবুজের বিভিন্ন ছায়া শীতল রঙের অন্তর্ভুক্ত। এই রঙগুলো সাধারণত পানি, বরফ এবং ছায়ার রঙের সাথে মিলিত হওয়ায় এগুলোকে শীতল বলা হয়।

উষ্ণ ও শীতল রঙের বৈশিষ্ট্য

- **উষ্ণ রঙ:**
    - ত্বকে উষ্ণতা এবং উজ্জ্বলতা যোগ করে।
    - ত্বককে স্বাস্থ্যবান এবং তরুণ দেখাতে সাহায্য করে।
    - সোনালী বা তামাটে ত্বকের জন্য উপযুক্ত।
- **শীতল রঙ:**
    - ত্বকে শান্তি এবং নিখুঁততা যোগ করে।
    - ত্বককে আরও উজ্জ্বল এবং একরঙা দেখাতে সাহায্য করে।
    - ফর্সা বা গোলাপী ত্বকের জন্য উপযুক্ত।

ত্বকের টোন এবং রঙের সম্পর্ক

আপনার ত্বকের অধীনে শিরাগুলির রঙ দেখে আপনি নির্ধারণ করতে পারেন যে আপনার ত্বক উষ্ণ না শীতল।

- **উষ্ণ ত্বক:** যদি আপনার শিরাগুলি সবুজ দেখায়, তাহলে আপনার ত্বক উষ্ণ।
- **শীতল ত্বক:** যদি আপনার শিরাগুলি নীল বা বেগুনি দেখায়, তাহলে আপনার ত্বক শীতল।

উষ্ণ ও শীতল রঙ মেকআপে কীভাবে ব্যবহার করা হয়?

- **ফাউন্ডেশন:** আপনার ত্বকের টোনের সাথে মিলিয়ে ফাউন্ডেশন বেছে নিন। উষ্ণ ত্বকের জন্য পীচ বা সোনালী টোন এবং শীতল ত্বকের জন্য গোলাপী বা বেগুনি টোন ভালো।
- **ব্লাশ:** উষ্ণ ত্বকের জন্য পীচ, কমলা বা বাদামী রঙের ব্লাশ এবং শীতল ত্বকের জন্য গোলাপী বা ফুশিয়া রঙের ব্লাশ ভালো।
- **আইশ্যাডো:** উষ্ণ ত্বকের জন্য সোনালী, তামাটে বা বাদামী রঙের আইশ্যাডো এবং শীতল ত্বকের জন্য নীল, বেগুনি বা ধূসর রঙের আইশ্যাডো ভালো।
- **লিপস্টিক:** উষ্ণ ত্বকের জন্য লাল, কমলা বা বাদামী রঙের লিপস্টিক এবং শীতল ত্বকের জন্য গোলাপী, ফুশিয়া বা বেগুনি রঙের লিপস্টিক ভালো।

২.৪. রংয়ের সাথে ত্বকের রঙের মিল বর্ণনা

মেকআপে রঙের সঠিক নির্বাচন আপনার চেহারাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলতে পারে। ত্বকের রঙের সাথে রঙের মিল খুঁজে পাওয়া এই প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ত্বকের রঙের ধরন:

ত্বকের রঙ সাধারণত তিন ধরনের হয়:

- উষ্ণ ত্বক: এই ধরনের ত্বকে হলুদ, সোনালী বা পীচের ছায়া থাকে। শিরাগুলি সবুজাভ দেখায়।
- শীতল ত্বক: এই ধরনের ত্বকে গোলাপী, লাল বা নীলচে ছায়া থাকে। শিরাগুলি নীলাভ দেখায়।
- নিরপেক্ষ ত্বক: এই ধরনের ত্বকে উষ্ণ ও শীতল উভয় ছায়াই থাকতে পারে।

রঙের সাথে ত্বকের রঙের মিল কেন গুরুত্বপূর্ণ?

- স্বাভাবিক দেখানো: সঠিক রঙ আপনার ত্বককে স্বাভাবিক এবং উজ্জ্বল দেখাবে।
- দোষ ঢাকা: সঠিক রঙ ত্বকের দোষগুলোকে কম দেখাতে সাহায্য করবে।
- চেহারা উজ্জ্বল করা: সঠিক রঙ আপনার চেহারাকে আরও উজ্জ্বল এবং আকর্ষণীয় করে তুলবে।

রঙের সাথে ত্বকের রঙ মিলানোর টিপস

- ফাউন্ডেশন: আপনার ত্বকের রঙের সাথে মিলিয়ে ফাউন্ডেশন বেছে নিন। উষ্ণ ত্বকের জন্য পীচ বা সোনালী টোন এবং শীতল ত্বকের জন্য গোলাপী বা বেগুনি টোন ভালো।
- কনসিলার: ফাউন্ডেশনের এক বা দুই শেড হালকা রঙের কনসিলার বেছে নিন।
- ব্লাশ: উষ্ণ ত্বকের জন্য পীচ, কমলা বা বাদামী রঙের ব্লাশ এবং শীতল ত্বকের জন্য গোলাপী বা ফুশিয়া রঙের ব্লাশ ভালো।

- আইশ্যাডো: উষ্ণ ত্বকের জন্য সোনালী, তামাটে বা বাদামী রঙের আইশ্যাডো এবং শীতল ত্বকের জন্য নীল, বেগুনি বা ধূসর রঙের আইশ্যাডো ভালো।
- লিপস্টিক: উষ্ণ ত্বকের জন্য লাল, কমলা বা বাদামী রঙের লিপস্টিক এবং শীতল ত্বকের জন্য গোলাপী, ফুশিয়া বা বেগুনি রঙের লিপস্টিক ভালো।

২.৫. রংয়ের মিল প্রভাবিতকারী উপাদানগুলি বর্ণনা

মেকআপে রঙের মিল শুধুমাত্র ত্বকের টোনের উপর নির্ভর করে না। আরো অনেক উপাদান রয়েছে যা রঙের মিলকে প্রভাবিত করে। এই উপাদানগুলি বুঝলে আপনি নিখুঁত মেকআপ লুক তৈরি করতে পারবেন।

রঙের মিল প্রভাবিতকারী উপাদানগুলি:

- ত্বকের টোন: এর আগের বিভাগে আমরা ত্বকের টোন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। উষ্ণ, শীতল বা নিরপেক্ষ ত্বকের জন্য ভিন্ন রঙের প্যালেট ব্যবহার করা উচিত।
- চোখের রঙ: চোখের রঙ আপনার মেকআপের মূল ফোকাস হতে পারে। আপনার চোখের রঙকে উজ্জ্বল করার জন্য বিপরীত রঙ বা সম্পূরক রঙ ব্যবহার করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, নীল চোখের জন্য কমলা বা বাদামী রঙ ভালো দেখায়।
- চুলের রঙ: চুলের রঙও রঙের মিলকে প্রভাবিত করে। গাঢ় চুলের জন্য গাঢ় রঙ এবং হালকা চুলের জন্য হালকা রঙ ভালো দেখায়।
- অনুষ্ঠান: আপনি কোন অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন, তার উপর নির্ভর করে রঙের তীব্রতা এবং টেকসচার নির্বাচন করতে হবে। দিনের বেলায় হালকা এবং নরম রঙ ব্যবহার করা ভালো এবং রাতের বেলায় গাঢ় এবং উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করা ভালো।
- আলো: আলোর ধরনও রঙকে প্রভাবিত করে। দিনের আলোতে রঙগুলো ভিন্ন দেখাবে এবং কৃত্রিম আলোতে ভিন্ন দেখাবে।
- পরিবেশ: আপনি কোন পরিবেশে থাকবেন, তার উপর নির্ভর করে রঙের মিল নির্বাচন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু একটি দফতরে সাবধানে রঙ ব্যবহার করা উচিত।
- ব্যক্তিগত পছন্দ: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আপনার ব্যক্তিগত পছন্দ। আপনি যে রঙ পছন্দ করেন, সেই রঙই আপনার জন্য সেরা।

২.৬. আলোর প্রভাব রংয়ের উপর

আমরা যে রঙ দেখি, তা আসলে আলোর উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন ধরনের আলো বিভিন্নভাবে রঙকে প্রভাবিত করে এবং এটি মেকআপে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

আলো কীভাবে রঙকে প্রভাবিত করে?

- রঙের তীব্রতা: উজ্জ্বল আলোতে রঙগুলো আরো তীব্র এবং স্পষ্ট দেখায়। অন্ধকার আলোতে রঙগুলো ফ্যাকাসে হয়ে যায়।
- রঙের ছায়া: আলোর উষ্ণতা বা শীতলতা রঙের ছায়াকে প্রভাবিত করে। উষ্ণ আলো (যেমন, বাতি) রঙগুলোকে আরো উষ্ণ দেখাতে পারে, আর শীতল আলো (যেমন, দিনের আলো) রঙগুলোকে আরো শীতল দেখাতে পারে।
- রঙের ভারসাম্য: বিভিন্ন রঙের আলো বিভিন্ন রঙকে উজ্জ্বল বা ম্লান করে দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, নীল আলো কমলা রঙকে আরো উজ্জ্বল দেখাতে পারে।

মেকআপে আলোর গুরুত্ব

- **রঙের নির্বাচন:** আপনি যে রঙ ব্যবহার করবেন, তা আলোর উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, অফিসে ব্যবহারের জন্য নরম এবং নিরপেক্ষ রঙ ভালো, আর রাতের পার্টির জন্য উজ্জ্বল এবং গাঢ় রঙ ভালো।
- **মেকআপের দৃশ্যমানতা:** বিভিন্ন আলোতে আপনার মেকআপ ভিন্নভাবে দেখাবে। তাই মেকআপ করার সময় সেই আলোতেই করুন যেখানে আপনি বেশিরভাগ সময় থাকবেন।
- **ফোটোগ্রাফি:** ফোটোগ্রাফিতে আলোর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ধরনের আলোতে আপনার মেকআপ ভিন্নভাবে ক্যামেরায় ধরা পড়বে।

বিভিন্ন ধরনের আলো এবং তাদের প্রভাব

- দিনের আলো: দিনের আলো সবচেয়ে স্বাভাবিক এবং সঠিক আলো। এটি রঙগুলোকে স্পষ্ট এবং সত্যিকারের দেখায়।
- কৃত্রিম আলো: বাতি, ফ্লোরোসেন্ট লাইট ইত্যাদি কৃত্রিম আলো। এটি রঙগুলোকে উষ্ণ বা শীতল দেখাতে পারে।
- ফ্ল্যাশলাইট: ফ্ল্যাশলাইট রঙগুলোকে আরো তীব্র এবং কনট্রাস্টফুল করে তুলতে পারে।

মেকআপ করার সময় আলোর বিষয়টি কীভাবে বিবেচনা করবেন?

- প্রাকৃতিক আলোতে পরীক্ষা করুন: কোনো রঙ কেনার আগে প্রাকৃতিক আলোতে তা পরীক্ষা করে দেখুন।
- আপনার পরিবেশ বিবেচনা করুন: আপনি কোন পরিবেশে বেশিরভাগ সময় থাকবেন, সেই পরিবেশের আলো বিবেচনা করে রঙ বেছে নিন।
- ফোটোগ্রাফির জন্য আলাদা মেকআপ: যদি আপনি কোনো অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন এবং সেখানে ফোটোগ্রাফি হবে, তাহলে ফোটোগ্রাফির আলো বিবেচনা করে মেকআপ করুন।

২.৭. রংয়ের কন্ট্রাস্ট এবং হারমনি

মেকআপে রঙের ব্যবহার শুধু সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্যই নয়, এটি আপনার চেহারার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে আরও উজ্জ্বল করতেও সাহায্য করে। রঙের কন্ট্রাস্ট এবং হারমনি এই প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রঙের কন্ট্রাস্ট কী?

রঙের কন্ট্রাস্ট হল দুটি বা ততোধিক রঙের মধ্যে পার্থক্য। যখন দুটি বিপরীত রঙ একসাথে ব্যবহৃত হয়, তখন তা একটি দৃষ্টিনন্দন কন্ট্রাস্ট তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, লাল এবং সবুজ, নীল এবং কমলা এই ধরনের বিপরীত রঙ।

রঙের হারমনি কী?

রঙের হারমনি হল দুটি বা ততোধিক রঙের মধ্যে সামঞ্জস্য। যখন দুটি বা ততোধিক রঙ একসাথে ব্যবহৃত হয় এবং তারা একে অপরকে পরিপূরক করে, তখন তা একটি সুন্দর হারমনি তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, পাস্তেল রঙগুলি সাধারণত একে অপরের সাথে ভালো মিশে যায়।

মেকআপে রঙের কন্ট্রাস্ট এবং হারমনির গুরুত্ব

- দৃষ্টি আকর্ষণ: কন্ট্রাস্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যকে উজ্জ্বল করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, লাল লিপস্টিক আপনার ঠোঁটকে আরো উজ্জ্বল করে তুলবে।
- সামঞ্জস্য: হারমনি একটি সুন্দর এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ চেহারা তৈরি করে।
- ভারসাম্য: কন্ট্রাস্ট এবং হারমনির সঠিক ব্যবহার আপনার চেহারায় একটি ভারসাম্য তৈরি করতে পারে।

মেকআপে রঙের কন্ট্রাস্ট এবং হারমনি কীভাবে ব্যবহার করবেন?

- চোখ: আপনার চোখের রঙের বিপরীত রঙ ব্যবহার করে আপনি আপনার চোখকে আরো উজ্জ্বল করে তুলতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, নীল চোখের জন্য কমলা বা বাদামী রঙ ভালো দেখায়।
- ঠোঁট: আপনার ত্বকের টোনের সাথে মিলিয়ে লিপস্টিকের রঙ বেছে নিন। যদি আপনি একটি বোল্ড লিপ লুক চান, তাহলে আপনার চোখের মেকআপ হালকা রাখুন।
- ব্লাশ: আপনার ত্বকের টোনের সাথে মিলিয়ে ব্লাশের রঙ বেছে নিন।
- আইব্রো: আপনার চুলের রঙের একটু গাঢ় বা হালকা রঙের আইব্রো পেন্সিল ব্যবহার করুন।

মৌসুম অনুযায়ী রংয়ের চিত্র বর্ণনা

মেকআপ আর্ট হলো একটি সৃজনশীল প্রক্রিয়া, যেখানে বিভিন্ন রং, টেক্সচার ও টেকনিক ব্যবহার করে চেহারাকে সজ্জিত ও পরিপূর্ণ করা হয়। মৌসুম অনুযায়ী মেকআপের রং পরিবর্তন হয়, কারণ প্রতিটি মৌসুমের সঙ্গে ভিন্ন আবহাওয়া, ফ্যাশন ট্রেন্ড এবং রঙের অনুভূতি যুক্ত থাকে।

মৌসুম অনুযায়ী রংয়ের ব্যবহার মেকআপকে আরও প্রাণবন্ত ও প্রাসঙ্গিক করে তোলে। গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতের জন্য আলাদা রঙের প্যালেট নির্বাচন করলে সিজনাল ফ্যাশন এবং আবহাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখা যায়।

গ্রীষ্মকাল:

রঙ: উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত রং যেমন পিঙ্ক, কমলা, লেমন ইয়েলো।
টেকনিক: হালকা ফাউন্ডেশন, ব্রাইট ব্লাশ এবং উজ্জ্বল লিপস্টিক। প্রাকৃতিক লুকের জন্য উজ্জ্বল আইশ্যাডো ব্যবহার করুন।

বর্ষাকাল:

রঙ: ন্যাচারাল টোনস, মাটির রঙ যেমন ব্রাউন, জোলো এবং সাদাটে।
টেকনিক: ওয়াটারপ্রুফ মেকআপ ব্যবহার করুন, যাতে বৃষ্টির কারণে মেকআপ নষ্ট না হয়। সাদা বা ক্রিম টোনের আইশ্যাডো ও ন্যাচারাল লিপগ্লস ব্যবহার করুন।

শীতকাল:

রঙ: গাঢ় ও ধনী রং যেমন মারুন, গাঢ় নীল, এবং গোল্ডেন।
টেকনিক: ক্রিমি ফাউন্ডেশন ও হাইলাইটার ব্যবহার করে একটি উজ্জ্বল ও মসৃণ ত্বক তৈরি করুন। গাঢ় লিপস্টিক এবং দীপ্তিময় আইশ্যাডো যোগ করুন।

২.৮. রংয়ের অনুযায়ী আবস্ট্রাক্ট চিত্র ব্যাখ্যা

মেকআপ আর্ট একটি সৃজনশীল মাধ্যম, যেখানে বিভিন্ন রঙের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবনা, অনুভূতি ও কনসেপ্ট প্রকাশ করা হয়। আবস্ট্রাক্ট চিত্র মেকআপের মাধ্যমে একটি শিল্পকর্ম হিসেবে রঙের মাধ্যমে ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি এবং স্টাইলের প্রকাশ ঘটায়।

রঙের ব্যবহারে আবস্ট্রাক্ট চিত্র তৈরি করার মাধ্যমে মেকআপ আর্ট একটি নতুন মাত্রা পায়। এই ধরনের মেকআপ দর্শকের কাছে একটি গল্প বা অনুভূতি পৌঁছাতে পারে, যা চিত্রের প্রতিটি রঙের গভীরতা এবং প্রতীকী অর্থের মাধ্যমে ফুটে ওঠে।

সৃষ্টিশীল পরিকল্পনা:

- প্রথমে একটি কনসেপ্ট বা থিম নির্বাচন করুন, যেমন: প্রাকৃতিক দৃশ্য, অনুভূতি (যেমন আনন্দ, বিষণ্নতা) বা বিভিন্ন রঙের সংমিশ্রণ।
- একটি স্কেচ বা ডিজাইন তৈরি করুন যা রঙের ব্যবহার ও বিন্যাসের পরিকল্পনা করে।

রঙ নির্বাচন:

- আবস্ট্রাক্ট চিত্রের জন্য উজ্জ্বল, স্বতন্ত্র ও বৈপরীত্যপূর্ণ রঙ বেছে নিন।
- মেটালিক, পার্ল বা ম্যাট টেক্সচারের মেকআপ পণ্য ব্যবহার করুন, যা চিত্রে গভীরতা ও মাত্রা যোগ করে।

প্রথম স্তর প্রস্তুতি:

- ত্বককে প্রস্তুত করুন: ক্লিনজার, ময়শ্চারাইজার ও প্রাইমার ব্যবহার করুন।
- একটি হালকা বেস (ফাউন্ডেশন) প্রয়োগ করুন যাতে ত্বকের স্বর বৈষম্য কমে।

রঙের প্রয়োগ:

- নির্দিষ্ট ডিজাইনের অনুযায়ী রংগুলো ত্বকে লাগান। এতে ব্রাশ, স্পঞ্জ বা আঙুল ব্যবহার করতে পারেন।
- বিভিন্ন টেকনিক ব্যবহার করুন, যেমন ব্লেন্ডিং, ডটিং এবং স্ট্রোকিং।

ফিনিশিং টাচ:

- চিত্রকে আরও আকর্ষণীয় করতে হাইলাইটার ও শ্যাডো ব্যবহার করুন।
- ফিক্সিং স্প্রে প্রয়োগ করে মেকআপটিকে স্থায়ী করুন।

প্রকাশ:

- চূড়ান্ত চিত্রটি ক্যাপচার করুন ছবি তোলার মাধ্যমে, যাতে আপনার সৃজনশীলতা এবং ভাবনাগুলি সবার সামনে উপস্থাপন করতে পারেন।

রঙের অনুযায়ী আবস্ট্রাক্ট চিত্র তৈরি করা মেকআপ আর্টের একটি বিশেষত্ব, যা সৃজনশীলতা এবং ব্যক্তিত্বের অনন্য প্রকাশ ঘটায়। সঠিক পরিকল্পনা এবং রঙের নির্বাচনের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া সহজে সম্পন্ন করা সম্ভব।

সেলফ চেক (Self Check)- ২: রঙের সূত্রের নীতিগুল ব্যাখ্যা করা

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নির্দেশনা:- উপরোক্ত ইনফরমেশন শীট পাঠ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন-

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. প্রাথমিক রংগুলি কী এবং এগুলির উদাহরণ দিন?
উত্তর:

২. উষ্ণ এবং শীতল রংগুলির মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন?
উত্তর:

৩. মেকআপে রং মিলানোর ক্ষেত্রে কোন উপাদানগুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন?
উত্তর:

৪. ঋতু অনুযায়ী রংয়ের ব্যবহার কিভাবে বিভিন্ন আবেগ ও পরিস্থিতি প্রতিফলিত করে?
উত্তর:

৫. রংয়ের কন্ট্রাস্ট ও হারমনি কিভাবে মেকআপ আর্টিস্টদের সাহায্য করে?
উত্তর:

উত্তরপত্র (Answer Key)-২: রঙের সূত্রের নীতিগুল ব্যাখ্যা করা

১. প্রাথমিক রংগুলি কী এবং এগুলির উদাহরণ দিন?

উত্তর: প্রাথমিক রংগুলি হল সেই রংগুলি যা অন্য কোনো রং দ্বারা সৃষ্টি করা যায় না এবং এগুলি অন্যান্য সকল রং তৈরির ভিত্তি। প্রাথমিক রংগুলির উদাহরণ হলো লাল, নীল, এবং হলুদ।

২. উষ্ণ এবং শীতল রংগুলির মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন?

উত্তর: উষ্ণ রংগুলি উষ্ণতা ও আবেগ প্রকাশ করে, যেমন লাল ও কমলা, যা সক্রিয়তা এবং উদ্দীপনা বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে, শীতল রংগুলি যেমন নীল ও সবুজ, শান্তি ও প্রশান্তি প্রকাশ করে, যা শিথিলতা ও ধ্যানের অনুভূতি তৈরি করে।

৩. মেকআপে রং মিলানোর ক্ষেত্রে কোন উপাদানগুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন?

উত্তর: মেকআপে রং মিলানোর ক্ষেত্রে পরিবেশ, আলো, এবং ব্যক্তিগত পছন্দ গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশ এবং আলো রংয়ের উপস্থাপনাকে প্রভাবিত করে, এবং ব্যক্তিগত পছন্দ নির্ধারণ করে কোন রং ক্লায়েন্টের সাথে মানানসই হবে।

৪. ঋতু অনুযায়ী রংয়ের ব্যবহার কিভাবে বিভিন্ন আবেগ ও পরিস্থিতি প্রতিফলিত করে?

উত্তর: বসন্তের জন্য উজ্জ্বল ও জীবন্ত রংগুলি নতুন প্রাণের প্রতীক, গ্রীষ্মের পেস্টেল ও শীতল রংগুলি স্বস্তি ও শান্তির প্রতীক, শরৎকালের গাঢ় ও উষ্ণ রংগুলি পাতা পড়ার প্রতীক, এবং শীতের গাঢ় ও তীব্র রংগুলি শীতলতা ও উদযাপনের প্রতীক।

৫. রংয়ের কন্ট্রাস্ট ও হারমনি কিভাবে মেকআপ আর্টিস্টদের সাহায্য করে?

উত্তর: রংয়ের কন্ট্রাস্ট ভিজ্যুয়াল আকর্ষণ বাড়ায় এবং বিশেষ করে কোনো বৈশিষ্ট্য বা প্রকাশকে হাইলাইট করে, যা উৎসব বা সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত। হারমনি রংগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে, যা শান্ত ও পেশাদার চেহারা তৈরিতে সহায়ক।

টাস্ক শিট (Task Sheet)- ২.১ : রঙের প্রধান উপাদানগুলি বর্ণনা করুন

কাজের নাম	**রঙের প্রধান উপাদানগুলি বর্ণনা করুন**
কাজের উদ্দেশ্য	১. রঙের মৌলিক উপাদান ও গুণাবলী সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। ২. মেকআপ ও অন্যান্য শিল্পে রঙের প্রয়োগের গুরুত্ব বোঝানো। ৩. রঙের উপাদানগুলি কীভাবে বিভিন্ন প্রভাব সৃষ্টি করে তা বিশ্লেষণ করা।
কাজের ধাপসমূহ/পদ্ধতি	১. প্রাথমিক রঙ (লাল, নীল, হলুদ) এবং গৌণ রঙ (কমলা, সবুজ, বেগুনি) চিহ্নিত করুন। ২. রঙের তাপমাত্রা (গরম ও ঠান্ডা) এবং এর প্রভাব আলোচনা করুন। ৩. রঙের গাঢ়তা, উজ্জ্বলতা ও শেড সম্পর্কে আলোচনা করুন এবং কীভাবে এগুলি বিভিন্ন অনুভূতি তৈরি করে। ৪. মেকআপে কীভাবে বিভিন্ন রঙের উপাদান ব্যবহার করা হয় তা আলোচনা করুন, যেমন: ফাউন্ডেশন, ব্লাশ, আইশ্যাডো। ৫. কিভাবে বিভিন্ন রঙ মিশ্রণ করে নতুন রঙ তৈরি করা যায়, তা বিশ্লেষণ করুন। ৬. বিভিন্ন ক্ষেত্রে (মেকআপ, শিল্প, ডিজাইন) রঙের ব্যবহার ও উপাদানগুলোর প্রভাবের উদাহরণ দিন।

টাস্ক শিট (Task Sheet)- ২.২ : রঙের উপর আলোর প্রভাব ব্যাখ্যা করুন

কাজের নাম	**রঙের উপর আলোর প্রভাব ব্যাখ্যা করুন**
কাজের উদ্দেশ্য	১. আলো কীভাবে বিভিন্ন রঙ তৈরি করে তা বুঝতে সাহায্য করা। ২. রঙের উপর আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের প্রভাব ব্যাখ্যা করা। ৩. আলো ও রঙের সম্পর্কের ব্যবহারিক দিকগুলি আলোচনা করা। ৪. রঙের বিজ্ঞান সম্পর্কে মৌলিক ধারণা গঠন করা।
কাজের ধাপসমূহ/পদ্ধতি	১. আলো এবং রঙের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন। উদাহরণস্বরূপ, আলো কীভাবে রঙ তৈরি করে এবং রঙ আমাদের চোখে কিভাবে দেখা যায়। ২. আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কিভাবে বিভিন্ন রঙ উৎপন্ন করে তা আলোচনা করুন। উদাহরণস্বরূপ, লাল রঙের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কেমন এবং নীল রঙের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কেমন। ৩. প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম আলোর মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করুন এবং তাদের রঙের উপর প্রভাব আলোচনা করুন। যেমন, সূর্যের আলো এবং ফ্লুরোসেন্ট লাইট। ৪. বিভিন্ন আলোর অবস্থানে (দিনের আলো, রাতের আলো, ফ্ল্যাশলাইট) একই রঙ কিভাবে ভিন্নভাবে দেখা যায় তা প্রদর্শন করুন। ৫. একটি সহজ পরীক্ষা পরিচালনা করুন যেখানে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন রঙের সাথে আলোর বিভিন্ন উৎস ব্যবহার করে ফলাফল পর্যবেক্ষণ করতে পারে। ৬. আলো এবং রঙের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করুন এবং শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন ও মতামত নিতে উৎসাহিত করুন।

শিখনফল (Learning Outcome)- ৩ : মেকআপে রঙের সূত্রগুলো প্রয়োগ করতে পারবে

অ্যাসেসমেন্ট মানদন্ড	১. মেকআপের জন্য প্রস্থৃতি গ্রহণ করা হয়েছে। ২. গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য উপযুক্ত সাজের জন্য রং নির্বাচন এবং প্রস্তুত করা হয়েছে। ৩. গ্রাহকের রঙের পছন্দ, প্রয়োগ, সুসংগত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণতা নিশ্চিত করার জন্য মেকআপের ফলাফল পরীক্ষা করে ফাইন টিউনিং করা হয়েছে। ৪. গ্রাহকদের ত্বকের বর্ণ ও মেকআপের উদ্দেশ্য অনুসারে রং নির্বাচন করে। ৫. মেকআপ সেবা প্রদান করার জন্য কালার শেডিং কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে ৬. ম্যাচিং ইফেক্ট এবং প্রয়োগের কৌশল বিবেচনা করে মেকআপে বিভিন্ন রং সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। ৭. সামগ্রিক মেকআপের প্রভাব সামগ্রস্যপূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা করা হয়েছে।
শর্ত ও রিসোর্স	১. প্রকৃত কর্মক্ষেত্র অথবা প্রশিক্ষণ পরিবেশ ২. ম্যাটেরিয়ালস ৩. সিবিএলএম ৪. হ্যান্ডআউটস ৫. ল্যাপটপ ৬. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ৭. কাগজ, কলম, পেন্সিল ও ইরেজার ৮. হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার ৯. ওডিও ভিডিও ডিভাইস ১০. প্রয়োজনীয় পিপিই
বিষয়বস্তু	১. মেকআপের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ ২. গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য উপযুক্ত প্রসাধনীর রং নির্বাচন এবং প্রস্তুত করা ৩. গ্রাহকের রঙের পছন্দ, প্রয়োগ, সুসংগত এবং সামগ্স্যপূর্ণতা নিশ্চিত করার জন্য মেকআপের ফলাফল পরীক্ষা ও ফাইন টিউনিং ৪. কালার শেডিং কৌশল ৫. বিভিন্ন রঙের প্রয়োগ ৬. সামগ্রিক মেকআপের প্রভাব
এক্টিভিটি / টাস্ক / জব	১. উপযুক্ত সাজের জন্য রং প্রস্তুত করুন ২. রঙের শেডিং কৌশল প্রয়োগ করুন
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	১. আলোচনা (Discussion) ২. উপস্থাপন (Presentation) ৩. প্রদর্শন (Demonstration) ৪. নির্দেশিত অনুশীলন (Guided Practice) ৫. স্বতন্ত্র অনুশীলন (Individual Practice) ৬. প্রজেক্ট ওয়ার্ক (Project Work) ৭. সমস্যা সমাধান (Problem Solving) ৮. মাথাখাটানো (Brainstorming)
অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি	১. লিখিত অভীক্ষা (Written Test) ২. প্রদর্শন (Demonstration)

	৩. মৌখিক প্রশ্ন (Oral Questioning) ৪. পোর্টফলিও (Portfolio)

শিক্ষণ/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) -৩ : মেকআপে রঙের সূত্রগুলো প্রয়োগ করা

এই শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে শিখনফলে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু এবং পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করুন। কার্যক্রমগুলোর জন্য বর্ণিত রিসোর্সসমূহ ব্যবহার করুন।

শিখন কার্যক্রম (Learning Activities)	উপকরণ / বিশেষ নির্দেশনা (Resources / Special instructions)
১. প্রশিক্ষণার্থীগণ কোন শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করবে সে সম্পর্কে প্রশিক্ষকের নিকট জানতে চাইবে।	১. প্রশিক্ষক প্রশিক্ষার্থীদের “মেকআপে রঙের সূত্রগুলো প্রয়োগ করা” শেখার জন্য উপকরণ প্রদান করবেন।
২. ইনফরমেশন শিট পড়তে হবে।	২. ইনফরমেশন শিট ২ : মেকআপে রঙের সূত্রগুলো প্রয়োগ করা
৩. সেলফ চেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন এবং উত্তরপত্রের সাথে মিলিয়ে নিশ্চিত হতে হবে।	৩. সেল্ফ-চেক শিট ২ -এ দেয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন। উত্তরপত্র ২ -এর সাথে নিজের উত্তর মিলিয়ে নিশ্চিত করুন।
৪. জব/টাস্ক শিট ও স্পেসিফিকেশন শিট অনুযায়ী জব সম্পাদন করুন।	৪. নিম্নোক্ত জব/টাস্ক শিট অনুযায়ী জব/টাস্ক সম্পাদন করুন টাস্ক শিট ৩.১ : গালের শেডিং জন্য রং প্রস্তুত করা টাস্ক শিট ৩.২ : গালে গ্রাডিয়েন্ট রঙের শেডিং দেয়া

ইনফরমেশন শিট (Information Sheet) - ৩ : মেকআপে রঙের সূত্রগুলো প্রয়োগ করা

শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objective): এই ইনফরমেশন শীট পড়ে শিক্ষণার্থীগণ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে, বর্ণনা করতে ও তথ্যগুলো কাজে প্রয়োগ করতে পারবে-

৩.১. মেকআপের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ
৩.২. গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য উপযুক্ত প্রসাধনীর রং নির্বাচন এবং প্রস্তুত করা
৩.৩. গ্রাহকের রঙের পছন্দ, প্রয়োগ, সুসংগত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণতা নিশ্চিত করার জন্য মেকআপের ফলাফল পরীক্ষা ও ফাইন টিউনিং
৩.৪. কালার শেডিং কৌশল
৩.৫. বিভিন্ন রঙের প্রয়োগ
৩.৬. সামগ্রিক মেকআপের প্রভাব

৩.১. মেকআপের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ

গ্রাহকের মুখ পরিষ্কার করা: যেকোনো মেকআপ প্রক্রিয়া শুরু হয় পরিষ্কার ত্বক দিয়ে। মেকআপ শুরু করার আগে গ্রাহকের মুখ থেকে সব ধরনের ময়লা, তেল এবং অপবিত্রতা অপসারণ করতে হবে। এই ধাপটি নিশ্চিত করে যে মেকআপ মসৃণভাবে প্রয়োগ হবে এবং দীর্ঘস্থায়ী হবে।	
টুলস এবং হাত জীবাণুমুক্ত করা: মেকআপ প্রয়োগে স্বাস্থ্যবিধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবহৃত সব টুল, যেমন ব্রাশ এবং স্পঞ্জ, জীবাণুমুক্ত করতে হবে যাতে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ এড়ানো যায় এবং নিরাপদ প্রয়োগ নিশ্চিত করা যায়। এছাড়াও, মেকআপ আর্টিস্টের হাত স্যানিটাইজ করা আবশ্যক যাতে সমগ্র প্রক্রিয়াটি পরিষ্কার থাকে।	

৩.২. গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য উপযুক্ত প্রসাধনীর রং নির্বাচন এবং প্রস্তুত করা

মেকআপ আর্টে সঠিক কসমেটিক রং নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি রঙের পেছনে রয়েছে তার নিজস্ব অনুভূতি, মৌলিকতা এবং ফ্যাশন ট্রেন্ড। সঠিক রং নির্বাচনের মাধ্যমে মেকআপের প্রভাব এবং সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

উপযুক্ত কসমেটিক রং নির্বাচনের মাধ্যমে:

- আপনার ত্বকের স্বর ও টোনের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় থাকে।
- মেকআপের স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।
- আপনার ব্যক্তিত্ব ও শৈলীকে প্রতিফলিত করে।

কিভাবে

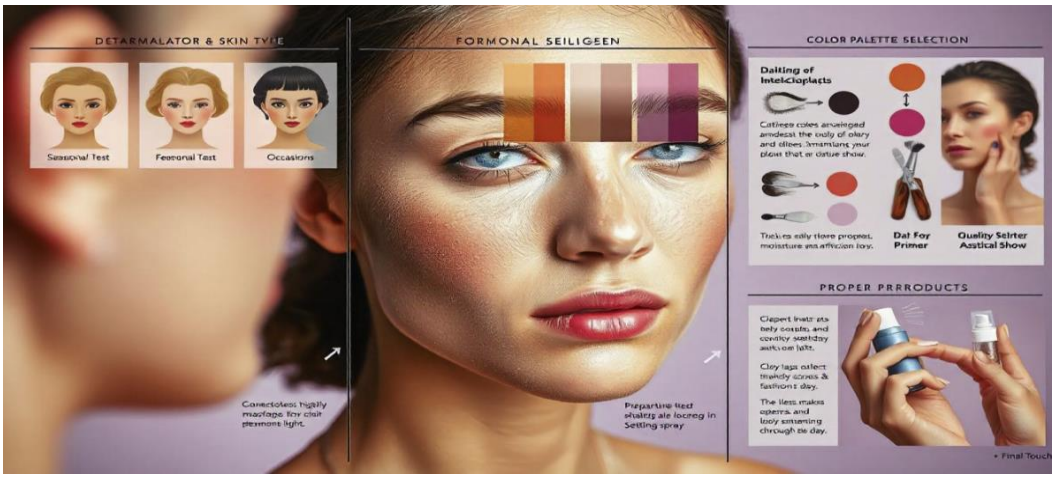

১. ত্বকের ধরন ও টোন নির্ধারণ:
   - প্রথমে আপনার ত্বকের ধরন (তৈলাক্ত, শুষ্ক, সংবেদনশীল) এবং টোন (গরম, ঠান্ডা, নিউট্রাল) চিহ্নিত করুন।
   - টোন জানার জন্য হাতের পিঠে বা গালে একটি ছোট ফাউন্ডেশন টেস্ট করুন।

২. রঙের প্যালেট নির্বাচন:
   - মৌসুম, উপলক্ষ্য এবং স্টাইল অনুসারে রঙের প্যালেট বাছাই করুন। উদাহরণস্বরূপ:
     - গ্রীষ্মে উজ্জ্বল রং (কমলা, পিঙ্ক)
     - শীতে গাঢ় রং (মারুন, গাঢ় নীল)

৩. মেকআপের উদ্দেশ্য নির্ধারণ:
   - মেকআপটি কি দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য, পার্টি, নাকি ফ্যাশন শো? এর ওপর ভিত্তি করে রঙের চয়ন করুন।
   - দৈনন্দিন মেকআপে ন্যাচারাল টোন ব্যবহার করুন, আর বিশেষ অনুষ্ঠানে উজ্জ্বল ও স্বতন্ত্র রং।

৪. টেস্টিং:
   - রং নির্বাচন করার পর, সেগুলো ত্বকে প্রয়োগ করে দেখুন।
   - বিভিন্ন আলোর নিচে (দিনের আলো, কৃত্রিম আলো) রঙগুলো কেমন লাগছে তা পরীক্ষা করুন।

৫. সঠিক প্রাপ্তি ও প্রস্তুতি:
   - কসমেটিক পণ্যগুলি উচ্চমানের এবং ত্বক-বন্ধুত্বপূর্ণ কিনা নিশ্চিত করুন।
   - ব্যবহার আগে পণ্যগুলি ভালভাবে শেক করুন এবং প্রয়োজনে ব্রাশ বা স্পঞ্জ দিয়ে লাগান।

৬. প্রস্তুতির ধাপ:
   - ত্বক পরিষ্কার করুন এবং ময়শ্চারাইজার প্রয়োগ করুন।
   - তারপর প্রাইমার ব্যবহার করুন, যা ত্বককে মসৃণ করবে এবং রঙের স্থায়িত্ব বাড়াবে।

৭. ফাইনাল টাচ:

- মেকআপ শেষ হলে ফিক্সিং স্প্রে ব্যবহার করে সেট করুন, যা দিনভর রঙের সঠিকতা বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

সঠিক কসমেটিক রং নির্বাচন ও প্রস্তুতি মেকআপ আর্টের একটি অপরিহার্য অংশ। এই প্রক্রিয়ায় ধৈর্য ও সৃজনশীলতা যুক্ত করা হলে, আপনার মেকআপের সৌন্দর্য এবং স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে।

৩.৩. গ্রাহকের রঙের পছন্দ, প্রয়োগ, সুসংগত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণতা নিশ্চিত করার জন্য মেকআপের ফলাফল পরীক্ষা ও ফাইন টিউনিং

মেকআপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ফাইনাল লুকটি পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্য করা। এটি নিশ্চিত করে যে আপনার মেকআপ আপনার ত্বকের টোন, চোখের রঙ এবং পোশাকের সাথে পুরোপুরি মানানসই।

কেন ফলাফল পরীক্ষা করা জরুরি?

- সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা: মেকআপের বিভিন্ন পণ্য একসাথে কেমন দেখাচ্ছে তা নিশ্চিত করতে।
- ত্রুটি খুঁজে বের করা: কোনো ধরনের দাগ বা বেড্ হয়ে গেছে কিনা তা দেখতে।
- স্বাভাবিকতা নিশ্চিত করা: মেকআপ খুব বেশি হয়ে গেছে কিনা বা কম হয়ে গেছে কিনা তা বুঝতে।
- আলোতে পরীক্ষা: বিভিন্ন ধরনের আলোতে কেমন দেখাচ্ছে তা পরীক্ষা করে নেওয়া।

ফলাফল পরীক্ষার পদক্ষেপ

১. প্রাকৃতিক আলোতে পরীক্ষা: দিনের আলোতে একটি জানালার কাছে গিয়ে দেখুন মেকআপ কেমন দেখাচ্ছে। এটি সবচেয়ে সঠিক রঙ দেখাবে।
২. কৃত্রিম আলোতে পরীক্ষা: বাতি বা বাল্বের আলোতেও পরীক্ষা করে নিন। কারণ আপনি বাইরে যাওয়ার সময় বিভিন্ন ধরনের আলোর মধ্যে থাকবেন।
৩. দূর থেকে দেখুন: একটি দর্পণ থেকে দূরে সরে গিয়ে দেখুন মেকআপ কেমন লাগছে। এতে আপনি সামগ্রিক লুকটি বুঝতে পারবেন।
৪. ছবি তুলুন: ফোনে বা ক্যামেরায় ছবি তুলে দেখুন। ছবিতে মেকআপ কেমন দেখাচ্ছে তা বুঝতে পারবেন।

সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য কিভাবে করবেন?

- বেশি হয়ে গেলে:
    - ব্লাশ অন বা কনসিলার বেশি হয়ে গেলে একটি ভিজা স্পঞ্জ দিয়ে হালকা করে মুছে নিন।
    - আইশ্যাডো বেশি হয়ে গেলে একটি ক্লিন ব্রাশ দিয়ে বেশি অংশটা মুছে নিন।
- কম হয়ে গেলে:
    - ফাউন্ডেশন কম হয়ে গেলে আরও একটু ফাউন্ডেশন লাগিয়ে নিন।
    - মাস্কারা কম হয়ে গেলে আরেকবার মাস্কারা লাগিয়ে নিন।
- রঙের সামঞ্জস্য:
    - যদি কোনো রঙ খুব বেশি চটকদার লাগে তাহলে একটি নিরপেক্ষ রঙের আইশ্যাডো দিয়ে ব্লেন্ড করে নিন।
    - লিপস্টিকের রঙ খুব গাঢ় হলে লিপবামের সাথে মিশিয়ে নিন।

৩.৪. কালার শেডিং কৌশল

মেকআপের সবচেয়ে মজার অংশ হল রঙের খেলা। রঙের ছায়ায়ন কৌশল ব্যবহার করে আপনি আপনার চেহারাকে আরও আকর্ষণীয় এবং মাত্রাযুক্ত করে তুলতে পারেন।

কেন রঙের ছায়ায়ন জরুরি?

- মাত্রা যোগ করে: মুখের বিভিন্ন অংশে রঙের গাঢ় হালকা ব্যবহার করে মাত্রা যোগ করা যায়।
- ফোকাস তৈরি করে: চোখ বা ঠোঁটের দিকে ফোকাস করতে চাইলে রঙের ছায়ায়ন ব্যবহার করা হয়।
- চেহারা সংশোধন করে: রঙের ছায়ায়ন ব্যবহার করে চেহারার বিভিন্ন দোষ ঢাকা যায় এবং সুন্দরতা বৃদ্ধি করা যায়।
- ভিন্ন লুক তৈরি করে: বিভিন্ন রঙের সমন্বয় করে আপনি প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন লুক তৈরি করতে পারেন।

রঙের শেডিং কৌশল

- গ্রাডিয়েন্ট: একই রঙের বিভিন্ন শেড ব্যবহার করে মসৃণভাবে রঙ পরিবর্তন করা।
- কন্ট্রাস্ট: বিপরীত রঙ ব্যবহার করে ফোকাস তৈরি করা। উদাহরণস্বরূপ, নীল আইশ্যাডোর সাথে কমলা লিপস্টিক।
- কমপ্লিমেন্টারি কালার: পরস্পরকে পূরক এমন রঙ ব্যবহার করা। উদাহরণস্বরূপ, লাল এবং সবুজ।
- মনোক্রোম্যাটিক: একই রঙের বিভিন্ন শেড ব্যবহার করা।
- ট্রাইয়াড: রঙের চাকায় সমান দূরত্বে থাকা তিনটি রঙ ব্যবহার করা।

গ্রাডিয়েন্ট রঙের শেডিং

- দুটি বা তার বেশি রঙ নির্বাচন করুন (যেমন: গোলাপী থেকে ন্যাচারাল টোন বা নীল থেকে সাদা)।
- রঙগুলোকে আলাদা আলাদা প্যালেটে রাখুন যাতে সহজে মিশ্রণ করা যায়।
- প্রথমে হালকা রঙটি মুখে প্রয়োগ করুন। গালের অ্যাপল এবং চোয়ালের দিকে ব্লেন্ড করুন।
- প্রথম রঙের প্রয়োগের পর, দ্বিতীয় রঙটি নিন এবং তা ধীরে ধীরে প্রথম রঙের সাথে মিশ্রিত করুন।
- ব্রাশ বা স্পঞ্জের সাহায্যে মিশ্রণ করুন যাতে কোনো সীমারেখা দেখা না যায়।
- পুরো মুখে গ্রাডিয়েন্ট লুক তৈরি করতে ব্লেন্ডিং করে নিশ্চিত করুন যে রঙগুলো প্রাকৃতিকভাবে মিশেছে।
- একটি হাইলাইটার প্রয়োগ করুন যাতে মুখের কিছু অংশে উজ্জ্বলতা বাড়ে।

রঙের শেডিং কিভাবে প্রয়োগ করবেন?

- প্রাইমার ব্যবহার করুন: আইশ্যাডো বা ব্লাশ অন করার আগে প্রাইমার ব্যবহার করলে রঙ আরও ভালোভাবে ধরে এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়।
- ব্রাশ ব্যবহার করুন: বিভিন্ন ধরনের ব্রাশ ব্যবহার করে আপনি বিভিন্ন ধরনের শেডিং করতে পারবেন।
- হালকা হাতে শুরু করুন: খুব বেশি রঙ একসাথে না লাগিয়ে হালকা হাতে শুরু করুন। পরে প্রয়োজন অনুযায়ী আরও রঙ যোগ করতে পারেন।
- ব্লেন্ড করুন: রঙের মধ্যে কোনো দাগ না থাকার জন্য ভালোভাবে ব্লেন্ড করুন।
- ফিক্সার ব্যবহার করুন: মেকআপ দীর্ঘস্থায়ী করতে ফিক্সার ব্যবহার করুন।

৩.৫. বিভিন্ন রঙের প্রয়োগ

মেকআপের মাধ্যমে আপনি নিজেকে আরও সুন্দর এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন। তবে রংগুলো সঠিকভাবে না ব্যবহার করলে মেকআপ আপনার চেহারাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তাই, মেকআপে বিভিন্ন রং সঠিকভাবে প্রয়োগ করার জন্য এই নির্দেশিকাটি আপনার জন্য কাজে লাগবে।

কেন রঙ সঠিকভাবে প্রয়োগ করা গুরুত্বপূর্ণ?

- স্বাভাবিক চেহারা: সঠিক রঙ ব্যবহার করলে মেকআপ স্বাভাবিক দেখাবে এবং আপনার মুখের বৈশিষ্ট্যগুলোকে আরও উজ্জ্বল করবে।
- দোষ ঢাকা: রঙের সাহায্যে মুখের বিভিন্ন দোষ যেমন- কালো দাগ, চোখের নিচের কালো দাগ ইত্যাদি ঢাকা যায়।
- মাত্রা যোগ করা: রঙের শেডিং ব্যবহার করে মুখে মাত্রা যোগ করা যায়।
- ভিন্ন লুক: বিভিন্ন রঙের সমন্বয় করে আপনি প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন লুক তৈরি করতে পারেন।

বিভিন্ন রঙের ব্যবহার

- ফাউন্ডেশন: আপনার ত্বকের রঙের সাথে মিল রাখা ফাউন্ডেশন ব্যবহার করুন। এটি আপনার ত্বককে সমান করে এবং অন্যান্য মেকআপ প্রোডাক্টগুলো ভালোভাবে বসতে সাহায্য করে।
- কনসিলার: কালো দাগ, চোখের নিচের কালো দাগ বা অন্য কোনো দোষ ঢাকার জন্য কনসিলার ব্যবহার করুন। আপনার ত্বকের রঙের চেয়ে একটু হালকা শেডের কনসিলার ব্যবহার করুন।
- ব্লাশ: গালে রঙ যোগ করার জন্য ব্লাশ ব্যবহার করুন। আপনার ত্বকের রঙের সাথে মানানসই ব্লাশের রঙ নির্বাচন করুন।
- আইশ্যাডো: চোখের উপরে রঙ যোগ করার জন্য আইশ্যাডো ব্যবহার করুন। আপনার চোখের রঙ এবং পোশাকের সাথে মানানসই আইশ্যাডোর রঙ নির্বাচন করুন।
- লিপস্টিক: ঠোঁটে রঙ যোগ করার জন্য লিপস্টিক ব্যবহার করুন। আপনার ত্বকের রঙ এবং পোশাকের সাথে মানানসই লিপস্টিকের রঙ নির্বাচন করুন।

রঙের সমন্বয়

- কমপ্লিমেন্টারি কালার: পরস্পরকে পূরক এমন রঙ ব্যবহার করুন। উদাহরণস্বরূপ, লাল এবং সবুজ।
- এনালগাস কালার: রঙের চাকায় পাশাপাশি থাকা রঙ ব্যবহার করুন। উদাহরণস্বরূপ, নীল এবং বেগুনি।
- ট্রাইয়াড: রঙের চাকায় সমান দূরত্বে থাকা তিনটি রঙ ব্যবহার করুন। উদাহরণস্বরূপ, লাল, নীল এবং হলুদ।
- মনোক্রোম্যাটিক: একই রঙের বিভিন্ন শেড ব্যবহার করুন।

৩.৬.সামগ্রিক মেকআপের প্রভাব

মেকআপের শেষ ধাপ হিসেবে সামগ্রিক প্রভাব পরীক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন যে আপনার মেকআপটি আপনার চেহারার সাথে মানানসই এবং আপনার পছন্দমতো হয়েছে।

কেন সামগ্রিক মেকআপ প্রভাব পরীক্ষা করা জরুরি?

- সামঞ্জস্য: বিভিন্ন রঙ ও পণ্য একসাথে কেমন দেখাচ্ছে তা নিশ্চিত করা।
- ত্রুটি খুঁজে বের করা: কোনো দাগ বা বেড্ হয়ে গেছে কিনা তা দেখা।
- স্বাভাবিকতা: মেকআপ খুব বেশি হয়ে গেছে কিনা বা কম হয়ে গেছে কিনা তা বুঝা।
- আলোতে পরীক্ষা: বিভিন্ন ধরনের আলোতে কেমন দেখাচ্ছে তা পরীক্ষা করা।

সামগ্রিক মেকআপ প্রভাব পরীক্ষার পদক্ষেপ

১. **প্রাকৃতিক আলোতে পরীক্ষা:** দিনের আলোতে একটি জানালার কাছে গিয়ে দেখুন মেকআপ কেমন দেখাচ্ছে। এটি সবচেয়ে সঠিক রঙ দেখাবে।
২. **কৃত্রিম আলোতে পরীক্ষা:** বাতি বা বাল্বের আলোতেও পরীক্ষা করে নিন। কারণ আপনি বাইরে যাওয়ার সময় বিভিন্ন ধরনের আলোর মধ্যে থাকবেন।
৩. **দূর থেকে দেখুন:** একটি দর্পণ থেকে দূরে সরে গিয়ে দেখুন মেকআপ কেমন লাগছে। এতে আপনি সামগ্রিক লুকটি বুঝতে পারবেন।
৪. **ছবি তুলুন:** ফোনে বা ক্যামেরায় ছবি তুলে দেখুন। ছবিতে মেকআপ কেমন দেখাচ্ছে তা বুঝতে পারবেন।
৫. **বিভিন্ন কোণ থেকে দেখুন:** নিজেকে বিভিন্ন কোণ থেকে দেখে নিশ্চিত হোন যে সব জায়গায় মেকআপ সমানভাবে লাগানো হয়েছে।

সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য কিভাবে করবেন?

- **বেশি হয়ে গেলে:**
  - ব্লাশ অন বা কনসিলার বেশি হয়ে গেলে একটি ভিজা স্পঞ্জ দিয়ে হালকা করে মুছে নিন।
  - আইশ্যাডো বেশি হয়ে গেলে একটি ক্লিন ব্রাশ দিয়ে বেশি অংশটা মুছে নিন।
- **কম হয়ে গেলে:**
  - ফাউন্ডেশন কম হয়ে গেলে আরও একটু ফাউন্ডেশন লাগিয়ে নিন।
  - মাস্কারা কম হয়ে গেলে আরেকবার মাস্কারা লাগিয়ে নিন।
- **রঙের সামঞ্জস্য:**
  - যদি কোনো রঙ খুব বেশি চটকদার লাগে তাহলে একটি নিরপেক্ষ রঙের আইশ্যাডো দিয়ে ব্লেন্ড করে নিন।
  - লিপস্টিকের রঙ খুব গাঢ় হলে লিপবামের সাথে মিশিয়ে নিন।

সেলফ চেক (Self Check)- ৩: মেকআপে রঙের সূত্রগুলো প্রয়োগ করা

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নির্দেশনা:- উপরোক্ত ইনফরমেশন শীট পাঠ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন-

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. মেকআপ প্রয়োগের আগে গ্রাহকের মুখ পরিষ্কার করার গুরুত্ব কী?
উত্তর:

২. মেকআপ টুলস এবং হাত কেন জীবাণুমুক্ত করা হয়?
উত্তর:

৩. রং নির্বাচনের ক্ষেত্রে কি ধরনের বিবেচনা অবলম্বন করা উচিত?
উত্তর:

৪. রং মেলানো ও শেডিং কৌশল কেন গুরুত্বপূর্ণ?
উত্তর:

৫. মেকআপের সামগ্রিক প্রভাব যাচাই করার গুরুত্ব কী?
উত্তর:

উত্তরপত্র (Answer Key)-৩: মেকআপে রঙের সূত্রগুলো প্রয়োগ করা

১. মেকআপ প্রয়োগের আগে গ্রাহকের মুখ পরিষ্কার করার গুরুত্ব কী?

উত্তর: মেকআপ প্রয়োগের আগে গ্রাহকের মুখ পরিষ্কার করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি মেকআপের ভালো আঠালো ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব নিশ্চিত করে। পরিষ্কার মুখ মেকআপ প্রয়োগের জন্য আদর্শ ভিত্তি তৈরি করে যা মেকআপের সমান বিস্তার ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে।

২. মেকআপ টুলস এবং হাত কেন জীবাণুমুক্ত করা হয়?

উত্তর: মেকআপ টুলস এবং হাত জীবাণুমুক্ত করা হয় কারণ এটি সংক্রমণ এবং ব্যাকটেরিয়ার সম্ভাবনা কমায়, যা গ্রাহকের ত্বকের স্বাস্থ্য রক্ষা করে। এই প্রক্রিয়া মেকআপ সেশনের সুরক্ষা ও পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করে।

৩. রং নির্বাচনের ক্ষেত্রে কি ধরনের বিবেচনা অবলম্বন করা উচিত?

উত্তর: রং নির্বাচনের সময় গ্রাহকের ত্বকের টোন, চোখের রং, চুলের রং, এবং ব্যক্তিগত পছন্দসহ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও, যে পরিবেশে মেকআপ দেখা যাবে সেই আলোর প্রভাবও বিবেচনা করা উচিত।

৪. রং মেলানো ও শেডিং কৌশল কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর: রং মেলানো ও শেডিং কৌশল মুখের বিভিন্ন অংশে আলো ও ছায়া তৈরি করে, যা চেহারায় গভীরতা ও মাত্রা যোগ করে এবং বৈশিষ্ট্যগুলিকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। এটি মেকআপের সামগ্রিক প্রভাবকে উন্নত করে এবং চেহারাকে আরও আকর্ষণীয় করে।

৫. মেকআপের সামগ্রিক প্রভাব যাচাই করার গুরুত্ব কী?

উত্তর: মেকআপের সামগ্রিক প্রভাব যাচাই করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি নিশ্চিত করে যে মেকআপ সমানভাবে প্রয়োগ হয়েছে, রংগুলি সুন্দরভাবে মিশেছে, এবং চেহারা পরিপাটি এবং গ্রাহকের প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়েছে। এই প্রক্রিয়া গ্রাহকের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করে এবং পেশাদার মেকআপ সার্ভিসের মান বজায় রাখে।

টাস্ক শিট (Task Sheet)- ৩.১ : গালের শেডিং জন্য রং প্রস্তুত করা

কাজের নাম	**উপযুক্ত সাজের জন্য রং প্রস্তুত করুন**
কাজের উদ্দেশ্য	১. গালের শেডিংয়ের জন্য সঠিক রঙের সংমিশ্রণ প্রস্তুত করা। ২. মেকআপের কার্যকারিতা ও প্রাকৃতিক দেখানোর জন্য রঙ নির্বাচন এবং মিশ্রণের কৌশল শিখানো।
কাজের ধাপসমূহ/পদ্ধতি	১. উপাদান নির্বাচন করুন ২. একটি প্যালেটে নির্বাচিত ব্লাশ পাউডার এবং কনট্যুর পাউডার পরিমাণ মতো রাখুন। ৩. স্প্যাটুলা বা চামচের সাহায্যে ধীরে ধীরে মিশ্রণ করুন যাতে রঙ সমানভাবে বিতরণ হয়। ৪. প্রস্তুতকৃত ব্লাশ রঙটি আপনার হাতের পিছনে বা গালের ছোট একটি স্থানে লাগান। ৫. দেখে নিন রঙটি কেমন দেখাচ্ছে এবং আপনার ত্বকের সাথে কেমন মানানসই হচ্ছে। প্রয়োজনে সামঞ্জস্য করুন। ৬. ব্লাশ যদি খুব গারো হয়, তবে কিছু হালকা রঙ যোগ করুন। ৭. একটি মসৃণ এবং সমজাতীয় টেক্সচার নিশ্চিত করুন যাতে এটি ত্বকে সহজে মিশে যায়। ৮. প্রস্তুতকৃত ব্লাশ রঙটিকে একটি পরিষ্কার এবং শুকনো কনটেইনারে রাখুন। ৯. কনটেইনারে তারিখ ও রঙের নাম লিখে রাখুন। ১০. আপনার মেকআপ কিটে ব্লাশটি অন্তর্ভুক্ত করুন এবং প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত থাকুন।

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet)- ৩.১ : গালের শেডিং জন্য রং প্রস্তুত করা

প্রয়োজনীয় টুলস:

ক্রম	টুলস এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১.	মাস্ক	সার্জিক্যাল মাস্ক	টুকরা	৫
২.	গ্লাভস	একবারের ব্যবহারের	জোড়া	১০
৩.	অ্যাপ্রন	জলরোধী, দৈর্ঘ্য ১ মিটার	টুকরা	১

প্রয়োজনীয় ম্যাটেরিয়াল

ক্রম	ম্যাটেরিয়াল এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১.	স্প্যাটুলা	প্লাস্টিকের/স্টেইনলেস স্টীল	পিস	১
২.	প্যালেট	মেকআপ মিশ্রণের জন্য	পিস	১
৩.	ব্রাশ	ব্লাশ ও কনট্যুরের জন্য	পিস	১
৪.	ব্লাশ পাউডার	হালকা গোলাপী/পিচ	গ্রাম	১০
৫.	কনট্যুর পাউডার	গারো বাদামী	গ্রাম	১০

প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্টস

ক্রম	ম্যাটেরিয়াল এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১.	আয়না	দ্বি-মুখী, ৩০ সেমি	টুকরা	১
২.	আলো	LED, রঙ পরিবর্তনশীল	সেট	১

প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্টস

ক্রম	ম্যাটেরিয়াল এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১.	আয়না	দ্বি-মুখী, ৩০ সেমি	টুকরা	১
২.	আলো	LED, রঙ পরিবর্তনশীল	সেট	১

টাস্ক শিট (Task Sheet)- ৩.২ : গালে গ্রাডিয়েন্ট রঙের শেডিং দেয়া

কাজের নাম	**গালে গ্রাডিয়েন্ট রঙের শেডিং দেয়া**
কাজের উদ্দেশ্য	১. গালের শেডিংয়ের জন্য সঠিক গ্রাডিয়েন্ট রঙ তৈরি এবং প্রয়োগ শিখানো। ২. রঙের প্রয়োগে প্রাকৃতিক লুক এবং গভীরতা তৈরি করা।
কাজের ধাপসমূহ/পদ্ধতি	১. দুটি বা তার বেশি রঙ নির্বাচন করুন (যেমন: গোলাপী থেকে ন্যাচারাল টোন বা নীল থেকে সাদা)। ২. রঙগুলোকে আলাদা আলাদা প্যালেটে রাখুন যাতে সহজে মিশ্রণ করা যায়। ৩. প্রথমে হালকা রঙটি মুখে প্রয়োগ করুন। গালের অ্যাপল এবং চোয়ালের দিকে ব্লেন্ড করুন। ৪. প্রথম রঙের প্রয়োগের পর, দ্বিতীয় রঙটি নিন এবং তা ধীরে ধীরে প্রথম রঙের সাথে মিশ্রিত করুন। ৫. ব্রাশ বা স্পঞ্জের সাহায্যে মিশ্রণ করুন যাতে কোনো সীমারেখা দেখা না যায়। ৬. পুরো মুখে গ্রাডিয়েন্ট লুক তৈরি করতে ব্লেন্ডিং করে নিশ্চিত করুন যে রঙগুলো প্রাকৃতিকভাবে মিশেছে। ৭. একটি হাইলাইটার প্রয়োগ করুন যাতে মুখের কিছু অংশে উজ্জ্বলতা বাড়ে।

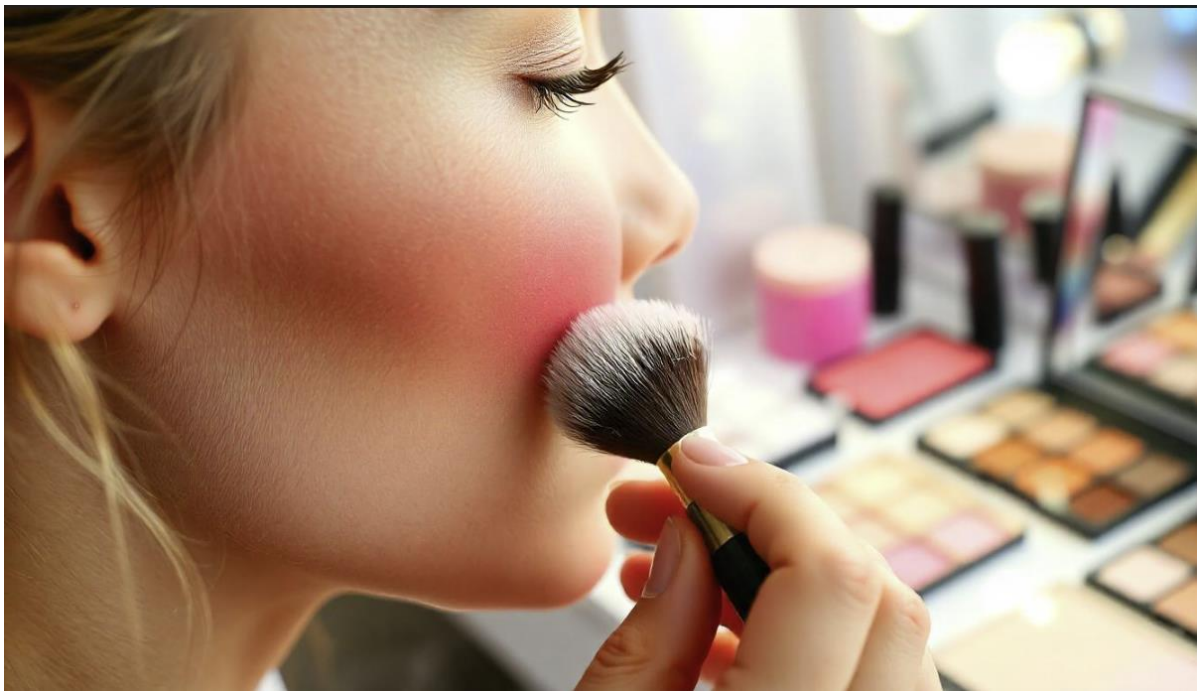

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet)- ৩.২ : গালে গ্রাডিয়েন্ট রঙের শেডিং দেয়া

প্রয়োজনীয় টুলস:

ক্রম	টুলস এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
৪.	মাস্ক	সার্জিক্যাল মাস্ক	টুকরা	৫
৫.	গ্লাভস	একবারের ব্যবহারের	জোড়া	১০
৬.	অ্যাপ্রন	জলরোধী, দৈর্ঘ্য ১ মিটার	টুকরা	১

প্রয়োজনীয় ম্যাটেরিয়াল:

ক্রম	ম্যাটেরিয়াল এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
৬.	ব্রাশ	গোলাকার বা ফ্ল্যাট ব্রাশ	পিস	১
৭.	স্পঞ্জ	মেকআপ ব্লেন্ডিং স্পঞ্জ	পিস	১
৮.	প্যালেট	রঙ মিশ্রণের জন্য	পিস	১
৯.	ব্লাশ পাউডার	গোলাপী এবং পিচ রঙ	গ্রাম	১০
১০.	হাইলাইটার	ক্রিম বা পাউডার	গ্রাম	৫
১১.	কনট্যুর পাউডার	গারো বাদামী	গ্রাম	১০

প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্টস:

ক্রম	ম্যাটেরিয়াল এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
৩.	আয়না	দ্বি-মুখী, ৩০ সেমি	টুকরা	১
৪.	আলো	LED, রঙ পরিবর্তনশীল	সেট	১

রেফারেন্স (Reference)

১. The Complete Guide to Sterilization and Disinfection Practices in the Cosmetic Industry by John Morrow
২. Sterilization Technology for the Health Care Facility by Maxine K. Burton and F. Maxine Speir
৩. Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings by the CDC
৪. Principles and Practice of Disinfection, Preservation and Sterilization edited by A. D. Russell, W. B. Hugo, and G. A. J. Ayliffe
৫. Infection Prevention and Control at a Glance by Debbie Weston, Alison Burgess, and Sue Roberts
৬. Standard Precautions and Infection Control for the Massage Therapist by Beth-Ann Martino

দক্ষতা পর্যালোচনা (Review of Competency)

প্রশিক্ষণার্থীর জন্য নির্দেশনা: নিম্নোক্ত দক্ষতা প্রমাণ করতে সক্ষম হলে কর্মদক্ষতা নিজেই মূল্যায়ন করবে এবং সক্ষম হলে **"হ্যাঁ"** এবং সক্ষমতা অর্জিত না হলে **"না"** বোধক ঘরে টিকচিহ্ন দিন।

কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের মানদন্ড	**হ্যাঁ**	**না**
১. রঙ বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করা হয়েছে		
২. রঙ সূত্রের উৎপত্তি বর্ণনা করা হয়েছে		
৩. রঙ এবং আলোর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়েছে		
৪. রঙ এবং বর্ণের ৩টি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে		
৫. রঙ মেশানোর পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে		
৬. রঙ প্রকাশের অনুভূতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে		
৭. রঙের গঠন এবং শ্রেণীবিভাগ ব্যাখ্যা করা হয়েছে		
৮. রঙের প্রধান উপাদানগুলি বর্ণনা করা হয়েছে		
৯. উষ্ণ এবং শীতল রঙের সিরিজ এবং তাদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে		
১০. রঙের সাথে বর্ণের মিল বর্ণনা করা হয়েছে		
১১. রঙের ম্যাচিংকে প্রভাবিত করে এমন উপাদানগুলো বর্ণনা করা হয়েছে		
১২. রঙের উপর আলোর প্রভাব ব্যাখ্যা করা হয়েছে		
১৩. রঙের বৈসাদৃশ্য এবং সামঞ্জস্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে		
১৪. খতু অনুযায়ী রঙের ভাবূর্তি বর্ণনা করা হয়েছে		
১৫. রঙের সাথে সম্পর্কিত বিমূর্ত ভাবমূর্তিগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে		
১৬. মেকআপের জন্য প্রস্থুতি গ্রহণ করা হয়েছে		
১৭. গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য উপযুক্ত সাজের জন্য রং নির্বাচন এবং প্রস্তুত করা হয়েছে		
১৮. গ্রাহকের রঙের পছন্দ, প্রয়োগ, সুসংগত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণতা নিশ্চিত করার জন্য মেকআপের ফলাফল পরীক্ষা করে ফাইন টিউনিং করা হয়েছে		
১৯. গ্রাহকদের ত্বকের বর্ণ ও মেকআপের উদ্দেশ্য অনুসারে রং নির্বাচন করে,		
২০. মেকআপ সেবা প্রদান করার জন্য কালার শেডিং কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে		
২১. ম্যাচিং ইফেক্ট এবং প্রয়োগের কৌশল বিবেচনা করে মেকআপে বিভিন্ন রং সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে		
২২. সামগ্রিক মেকআপের প্রভাব সামগ্রস্যপূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা করা হয়েছে		

আমি (প্রশিক্ষণার্থী) এখন আমার আনুষ্ঠানিক যোগ্যতা মূল্যায়ন করতে নিজেকে প্রস্তুত বোধ করছি।

স্বাক্ষর ও তারিখঃ

প্রশিক্ষকের স্বাক্ষর ও তারিখঃ

সিবিএলএম প্রনয়ন

“মেকআপের জন্য রঙের সূত্র প্রয়োগ করুন” (অকুপেশন: মেকআপ আর্ট) শীর্ষক কমপিটেন্সি বেসড লার্নিং ম্যাটারিয়াল (সিবিএলএম) টি – জাতীয় দক্ষতা সনদায়নের নিমিত্ত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সমাহার কনসালটেন্টস লি: এর সহায়তায় প্যাকেজ SD-9C (তারিখ: ১৫ জানুয়ারী ২০২৪) এর অধিনে ২০২৪ এর আগষ্ট মাসে প্রণয়ন করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	পদবি	মোবাইল নম্বর ও ইমেইল
০১	সুরাইয়া বেগম	লেখক	০১৭২০৬৯৬৫৬১ suraiyabegum70@gmail.com
০২	জুলেখা শাহিন	সম্পাদক	০১৭১৬৪৯০৩৪৩ parthibgallery@gmail.com
০৩	খান মোহাম্মদ মাহমুদ হাসান	কো – অর্ডিনেটর	০১৭৪০-৮৭৮৯৭ kmmhasan@gmail.com
০৪	মো: মোফাজ্জেল হোসেন	রিভিউয়ার	০১৭২২ ৮৭৫৫৩৯ nsda.mofajjel@gmail.com